জীবন প্রবাহ ও ইসলাম

আবদুস সালাম খান পাঠান

জীবন প্রবাহ ও ইসলাম

আবদুস সালাম খান পাঠান

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

জীবন প্রবাহ ও ইসলাম
আবদুস সালাম খান পাঠান

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২৪২৫
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.৪
ISBN ঃ 984-06-1104-6
প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ২০০৭
পৌষ ১৪১৩
জিলহজ্জ ১৪২৭
মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান
প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮
প্রুফ সংশোধন
মোঃ মহিউদ্দীন চৌধুরী, মোহাম্মদ মোকসেদ
প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন
মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
মূল্য ঃ ৩১.০০ টাকা

JIBAN PROBAHA O ISLAM (Continuity of Life and Islam): Written by Abdus Salam Khan Pathan in Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068. January 2007
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
Website: www.islamicfoundation-bs.org
Price : 31.00;U$ Dollar: 1.00

www.pathagar.com

সূচিপত্র

দায়িত্ব অবহেলা না করা - ৯
সত্যের অন্বেষা, পাথেয় - ১২
অবিশ্বাসীদের প্রকৃতি ও পরিণতি - ১৫
উত্তম ব্যবহার - ১৯
প্রসঙ্গঃ প্রতিজ্ঞা পালন - ২১
ওয়াদা খেলাপ - ২৩
আত্মসমালোচনা - ২৭
প্রকৃতির রহস্য - ৩০
আদর্শ সমাজ গড়ায় ধর্মীয় নীতি ও করণীয় - ৩৩
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা - ৩৬
করযে হাসানা - ৩৮
সঞ্চয়ের গুরুত্ব - ৪০
ইসলামের দৃষ্টিতে কৃষি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন - ৪৩
চোলাচালান প্রতিরোধ - ৪৭
সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা - ৫০
সুখী পরিবার ঃ ইসলাম - ৫৩
নারীর মর্যাদা - ৫৮
পর্দা প্রথা - ৬২
ইয়াতীমের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য - ৬৫
নাজাতের মাস ঃ রমযান - ৬৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

ইসলাম মানব সমাজের জন্য সর্বোত্তম দীনই শুধু নয়, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবেও স্বীকৃত। জীবনাচরণের এমন কোন দিক বা বিষয় নেই, যে দিক বা বিষয় সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা নেই। যে কোন বিচারেই এসব নির্দেশনা শ্রেষ্ঠতম ও অতীব কল্যাণকর হিসেবে স্বীকৃত। তাই, প্রতিটি মানুষেরই উচিত নিজ জীবনাচরণে ইসলামী জীবনবিধানের নীতি-আদর্শের অনুসরণ করা, পাশাপাশি অন্যদেরকেও সে ব্যাপারে সচেতন করে তোলা। বিশেষ করে মুসলমানদের ক্ষেত্রে এগুলোর বাস্তব প্রয়োগ অবশ্যকাঙ্ক্ষিত। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জীবনকে সুন্দর ও সফল করে তোলা প্রত্যেকেরই কাম্য। আর সেক্ষেত্রে যেসব আদর্শ, রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন অনুসরণ করলে সে লক্ষ্য অর্জিত হয়, সেগুলো গ্রহণ না করার কোন কারণ নেই।

মানব জীবন প্রবাহে অপরিহার্য এসব সুন্দর, অনুসরণযোগ্য বিষয়সমূহ সকলের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে এবং সেগুলের সাথে পরিচয় ঘটাতে বিশিষ্ট লেখক আবদুস সালাম খান পাঠান রচনা করেছেন 'জীবন প্রবাহ ও ইসলাম' নামক এ গ্রন্থটি। তিনি একেকটি বিষয়ের ভিত্তিতে মোট ২০টি প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে দায়িত্ব অবহেলা না করা, উত্তম ব্যবহার, প্রতিজ্ঞা পালন, ওয়াদা খেলাপ, করযে হাসানা, সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা, নারীর মর্যাদা, পর্দা প্রথা, ইয়াতীমের প্রতি দায়িত্ব প্রভৃতি মানব জীবন প্রবাহের দৈনন্দিন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে লেখক সহজ-সরল ভাষায় তাঁর বক্তব্য পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, যার অনেক কিছুই আমাদের জানা থাকা সত্ত্বেও আবারো যেন নতুন করে সব জানিয়ে দেয়। ফলে সকল পাঠকই এ গ্রন্থটি পাঠে উপকৃত হবেন। বর্তমান সময়ে নানা বিভ্রান্তি, বিশৃঙ্খলা, সংশয়, দ্বন্দ্বের মধ্যে গ্রন্থটি সকলের জন্যই প্রয়োজনীয় বলে গণ্য হবে। এ বিষয়টি বিবেচনা করেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে গ্রন্থটি প্রকাশ করা হলো।

দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর গ্রন্থ প্রকাশে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আন্তরিকভাবে সচেষ্ট। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আব্বা- আম্মার রূহের
মাগফিরাত কামনায়

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দায়িত্ব অবহেলা না করা

মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যারা রুকূ' করে তাদের সাথে রুকূ' কর।" (সূরা বাকারা, ২:৪৩)

রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখার ও পবিত্রতা রক্ষা করার আদেশ দেন।

"যাঁরা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের কাছে আছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

পার্থিব জীবনে ইসলামী জীবনাদর্শের প্রতি ও দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি অবহেলা করা উচিত নয়। "হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্কে সাহায্য কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন।" (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭:৭)

যে ব্যক্তি সাদকা করতে চায় অথচ সে নিজেই দরিদ্র বা তার পরিবার-পরিজন অভাবগ্রস্ত অথবা সে ঋণগ্রস্ত, এ অবস্থায় তার জন্য সাদকা করা, গোলাম আযাদ করা ও দান করার চেয়ে ঋণ পরিশোধ করা কর্তব্য। এরূপ সাদকা করা আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যের সম্পদ বিনষ্ট করার অধিকার তার নেই।

পবিত্র আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, আল্লাহ্ বলেন, "যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি তো তার শ্রমফল নষ্ট করি না। যে উত্তম রূপে পাঠ সম্পাদন করে।" (সূরা কাহ্ফ, ১৮:৩০)

অতএব, যে উত্তমরূপে কাজ সম্পাদন করে সে সফলকাম। "ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন সম্পদ সমর্পণ করবে এবং ভালর সাথে মন্দ বদল করবে না। তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ মিশিয়ে গ্রাস করো না; নিশ্চয়ই তা মহাপাপ।" (সূরা নিসা, ৪:২) "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক, আল্লাহ্কে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা আল ইমরান, ৩:২০০) "এবং তোমরা নারীদেরকে তাদের মাহ্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে। সন্তুষ্টচিত্তে তারা মাহরের কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করবে।" (সূরা নিসা, ৪:৪)

'পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা অল্প হোক অথবা বেশীই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।' (সূরা নিসা, ৪:৭)

www.pathagar.com

সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয়, ইয়াতীম এবং অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকলে তাদেরকে তা হতে কিছু দেবে এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে। (সূরা নিসা, ৪:৮)

অতএব, কখনও নিজ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা যাবে না।

পাক কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, "যারা ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে, তারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।"(সূরা নিসা, ৪:১০) সালাতের নিয়মকানুন মেনে চলা সকল মুসলমানের অবশ্যকর্তব্য। উল্লেখ্য যে, আবূ-সায়ীদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের জন্য জুমু'আর দিন গোসল করা আবশ্যক। প্রত্যেক মুসলিমের উপর আল্লাহ্র হক রয়েছে যে, প্রতি সাতদিনে অন্ততঃপক্ষে একদিন সে যেন গোসল করে। আর, জুমু'আর দিন, কোন ব্যক্তি তার ভাইকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসবে না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের আচার-আচরণে মহানবী (সা)-এর হাদীসের বাণীকে অনুসরণ করে নিজকে দায়িত্ববান ও ধৈর্যশীল করে গড়ে তুলতে হবে।

কর্তব্যপরায়ণতা মানব চরিত্রের একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। মা, বাবা, স্ত্রী-পুত্র পরিবার সবার সুখ-সুবিধা বিধানে সকলের তৎপর হওয়া দরকার। নবী করীম (সা) এ বিষয়ে বহু তাকিদ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব রেখে চলে না, সে মু'মিন নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিনের উপর ঈমান এনেছে সে যেনো প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। এতিমের প্রতি, দুস্থের প্রতি, পীড়িতের প্রতি, দরিদ্র অসহায়দের প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি, মানবতার কল্যাণে সেবাদান ও পরিচর্যায় মুসলিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য। মানুষ একে অপরকে ভালবাসবে এই তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সা) নির্দেশ।

পাক কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ "রাসূল (সা)-এর মাঝেই রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।" (সূরা আহ্যাব, ৩৩:২১)

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেন, "প্রত্যেক বস্তু আমি সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়।" (সূরা যারিয়াত, ৫১:৪৯)

"পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং উহারা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে।" (সূরা ইয়াসীন, ৩৬:৩৬)

পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে দায়িত্বশীল পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের গুরুত্ব ইসলামে অত্যধিক। কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও সংযম সাধনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় পারিবারিক জীবন। মহান আল্লাহ্ বলেন, "এবং আমি বললাম, "হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথায় ও যেখানে ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই

www.pathagar.com

বৃক্ষের কাছে যেও না।" (সূরা বাকারা, ২:৩৫)

বিবাহিত ও পারিবারিক জীবনে মানুষের সুস্বাস্থ্যের গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। নৈতিক চরিত্র সংরক্ষণ, সতীত্বের হেফাজত হচ্ছে-পবিত্র জীবন গঠন, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের রক্ষাকবচ। নারী ও পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের সুশিক্ষাকে বাস্তব জীবনে অনুশীলন করতে হবে। ইসলামী আদর্শ মানবজীবনের মজবুত ভিত্তি।

এখানে নারী উপেক্ষা ও অবহেলার পাত্রী নয়, বরং পিতার চেয়ে মায়ের আসন আরও উচ্চে।

পরিবার প্রতিপালনের মতো দায়িত্ব নেবার অর্থ সংগতি না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল রেখে বিয়ে করে আকাঙ্ক্ষিত ছেলেমেয়ে প্রতিপালনের বোঝা মাথায় নেবার উপদেশ মহানবী (সা) দেন নি। প্রতিপালন, দায়িত্ব গ্রহণের শক্তি না থাকা সত্ত্বেও দায়িত্ব গ্রহণ করা অন্যায়। দায়িত্ব গ্রহণের শক্তি না থাকলে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার ইসলাম স্বীকার করে।

আল্লাহ্ মানুষের জীবিকার জন্য ভূমি, বায়ু ও সমুদ্রে সব সম্পদ দান করেছেন। সেটাকে পরিকল্পিত উপায়ে ব্যবহারের দায়িত্ব মানুষের। ইসলাম নারী জাতিকে পুরুষের মতো স্বাধীন এবং তার সম্পত্তির মাধ্যমেই বিয়ে সুসম্পন্ন করার অধিকার দিয়েছে। বিয়ের পর নারীর অধিকার খর্ব হয় না। বরং সে সামাজিক মর্যাদাও বেশী পায়। সে নিজ নামে যে কোন দায় দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। এ বিষয়ে স্বামীর হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।

আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "পুরুষ বা নারীর মধ্যে কেউ সৎকাজ করলে ও মু'মিন হলে তারা জান্নাতে দাখিল হবে এবং তাদের প্রতি অনু পরিমাণও যুলুম করা হবে না।" (সূরা নিসা, ৪:১২৪) ধনী নির্ধনের প্রতি মহানুভবতা, অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ত্যাগের মহান শিক্ষাই মহৎ আদর্শ। সমাজে ন্যায়বিচার ও সঠিক দায়িত্ব পালনে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বাণীই আমাদের সুখ-শান্তির পথ ও পাথেয়। পরিবার ও সমাজ গঠন, স্বাধীনতা সংরক্ষণ, জাতি গঠনে দেশপ্রেম চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া সুনাগরিকের কাজ। সরকারী, বেসরকারী ও নাগরিক দায়িত্ব পালন করার মাঝে আমাদের শান্তি ও সুখ নিহিত।

ন্যায়বিচারে আমরা যেন দায়িত্বের অবহেলা না করি। সে শুভ বুদ্ধির চেতনা আমাদের মাঝে জেগে উঠুক। বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (সা) বলেন, তোমাদের কেউ যেন তার নগণ্যতম কর্তব্যকেও তুচ্ছ করে না দেখে।

www.pathagar.com

সত্যের অন্বেষা ঃ পাথেয়

সত্যবাদিতা মানব চরিত্রের একটি মহৎ গুণ। এ মূল্যবান গুণের অধিকারী মানুষই জীবনে উন্নতি লাভ করে থাকে। সত্যবাদী মানুষ চিরদিন মাথা উঁচু করে সমাজে বাস করে। কোন মিথ্যাকে গোপন না রেখে নির্দ্বিধায় বক্তব্য প্রকাশ করার নামই সত্যবাদিতা।

প্রকৃত সত্য, সঠিক তথ্য অনুধাবনের জন্য সত্যের সাধনা যুগ যুগ ধরে চলছে এ পৃথিবীতে। মহামানবগণ সত্য ও ন্যায়ের অন্বেষায় জীবনকে বিকশিত ও সকল সাধনাকে সফল করেছেন। সত্য চির-অম্লান। সত্যবাদী মানুষ নির্ভীক। সত্যবাদীরা পরম ধৈর্য-সহকারে সত্যের অনুসরণ করে।

সমাজে স্বার্থান্ধ মানুষ, নিজের সুবিধা আদায় ও অধিক ফায়দা লুট করার জন্য জঘন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সত্যবাদী মানুষ সফলকাম হয় ও জীবনে সুখী হয়। পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা মায়িদায় আল্লাহ্ বলেন, "সৎকাজ ও তাক্ওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আল্লাহ্কে ভয় করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।" (সূরা মায়িদা, ৫:২)

"যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদের জন্য ক্ষমা এবং মহাপুরস্কার।" (সূরা মায়িদা, ৫:৯)

সত্যবাদিতা মানব জীবনের মহৎ ও শ্রেষ্ঠ গুণ। শত দুঃখ-কষ্টের পরও সততার জন্যেই মানুষ সাধারণত বিজয়ী হয়ে উঠে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন পরম সত্যের সেবক ও শান্তির অগ্রদূত। সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার জন্যেই তার উপাধি ছিল 'আল-আমীন'। মিথ্যাকে তিনি একান্তভাবে ঘৃণা করতেন। তিনি বলেছেন, যে সত্যবাদী, পাপ তার কাছে আসতে পারে না। কেবল মিথ্যাবাদীই সব ধরনের পাপ কাজ করতে পারে।

মহামানবের নিষ্কলুষ চরিত্র সর্বাধিক মানবিক গুণের আবরণে ভূষিত ও সুসজ্জিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই বলেছেন, "মানুষকে মহৎ, নৈতিক গুণাবলীতে ভূষিত করার উদ্দেশ্যেই আমি প্রেরিত হয়েছি।" মহানবী (সা)-এর জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হচ্ছে কথা ও কাজের সমন্বয়, ভেতর ও বাহিরের মিল। ঈমান সুদৃঢ় রাখা ও সৎকর্ম করা আমাদের সবারই কর্তব্য। সত্যিকারভাবে সত্য ও পবিত্র ঈমান গড়ে তুলতে হবে আমাদের জীবনে। তবেই শক্তিশালী হবে কর্ম, দেশ ও সমাজ হবে কল্যাণমুখী,

www.pathagar.com

পরিবেশ হবে সুন্দর ও সুখময়। অতএব, সৎ জীবনযাপনের মাঝেই সাফল্য নিহিত।

মহান আদর্শ হিসেবে সত্যবাদিতা যুগ যুগ ধরে পরম শত্রুকেও করেছে পরাজিত। সত্যবাদিতার মত মহৎ গুণের অভাবে মানুষের মন ছোট হয়ে থাকে।

দেশ, সমাজ ও পরিবারের শান্তি সমৃদ্ধির এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সততা প্রয়োজন। ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা অর্জন পরম সওয়াব-এর কাজ এবং একটি বড় খেদমত। শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করা একজন দেশপ্রেমিকের ও সৎ ব্যক্তির গুণ। 'যে ব্যবসায়ী সততার সাথে আমানতদারী রক্ষা করে ব্যবসা করবে, কোনরূপ মিথ্যা প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করবে না, তিনি বিচারদিবসে নবী, সিদ্দিক ও শহীদদের সাথী হবেন।'

হক ও ইনসাফের জন্য সত্য সাক্ষ্য অপরিহার্য । ন্যায়বিচারের জন্য সাক্ষ্যের সত্যতাই সর্বাগ্রে গ্রহণীয়। পবিত্র কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ "তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনেশুনে সত্য গোপন করো না।" (সূরা বাকারা, ২:৪২)

সত্য সাক্ষ্য গোপন রাখার ব্যাপারে এবং সত্য সাক্ষ্যের উপকারিতার বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশ আছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বের বুকে মুসলমানদেরকে উত্তম উম্মত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মহান আল্লাহ্ পাক কালামে ঘোষণা করেছেন, "হে বৎস! সালাত কায়েম কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও আর অসৎকাজে নিষেধ কর।" (সূরা লুকমান, ৩১:১৭)

অতএব, আল্লাহ্র উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখা, সালাত কায়েম করা, আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ করা মু'মিনের কাজ। সৎ ব্যক্তি সাহসী ও নির্ভীক হয়। অসৎ ব্যক্তির অসৎ কাজ মানুষের জীবনকে যন্ত্রণাদায়ক করে তুলে।

সত্যবাদী মানুষ সংযমী, সত্যভাষী ও বিনয়ী হয়। আল্লাহ্ তা'আলা সত্যবাদীকে ভালবাসেন, এ জন্য সৎকাজে ও তাকওয়ায় পরস্পরকে সাহায্য করার জন্য পাক কুরআন মানুষকে নির্দেশ দিয়েছে। সমাজে সুনাম ও মর্যাদা বৃদ্ধি কেবল সত্যবাদী মানুষেরই হয়ে থাকে। সত্যবাদিতাই আত্মোন্নতির একমাত্র পথ। সেজন্য মানুষের মহৎ চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ সত্যবাদিতা। তা ঈমান ও আমলের সাথে সম্পৃক্ত। অন্যায় ও গর্হিত কাজকে সত্যবাদীগণ নিরুৎসাহিত ও বাধাদান করে থাকে। ইসলাম হচ্ছে মহান আদর্শের সুন্দরতম ছক। সত্য-ত্যাগ ও ন্যায়ের সোপান। সমাজ থেকে অসত্য, অনাচার রোধের জন্য সবাইকে দেশপ্রেম চেতনায় সত্যবাদী ও ঈমানে বলীয়ান হওয়া

www.pathagar.com

দরকার। সত্যকে অবলম্বন ব্যতীত কোন শান্তি ও মুক্তির পথ ইসলামী জিন্দেগীতে নেই। সত্যকে যারা মর্যাদা দেয় না - তারা উদার হতে পারে না। সত্যপথে চলার জন্য কবির অমর বাণী মনে রাখা প্রয়োজন :

"সত্যের দ্বারা মুক্ত করো ভয়
আপন মাঝে শক্তি ধরো
নিজেরে করো জয়।"

ভাল আকিদা ও আমল গড়ে তোলা বা সুন্দর আখ্‌লাক গঠন করা ব্যতীত কেউ সত্যবাদী হতে পারে না। সেজন্য প্রয়োজন ভাল পরিবেশ থেকে নিবিষ্ট মনে সত্যের পথে সাধনা করা। জ্ঞানের বিশাল বিচরণ ক্ষেত্রে মানুষ, সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে তার কর্তব্য পালন করবে। সত্যবাদী ব্যক্তি তীক্ষ্ণ, জ্ঞানী ও মেধাবী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়। একমাত্র সত্যবাদী ব্যক্তিই সমাজকে সুশিক্ষা দিতে পারে। চারিত্রিক গুণের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন পীর আউলিয়া বুজুর্গানে দীনগণ। গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) কৈশোরে তাঁর মায়ের নির্দেশমত ডাকাতের কাছেও সত্য কথা বলে চরম সত্যবাদিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি মাতৃভক্তির যে পরিচয় দেন তা অত্যুজ্জ্বল, চিরস্মরণীয়। পাপ-পুণ্যের বিষয়ে সম্যক জ্ঞান উপলব্ধির জন্য রাসূলে করীম (সা)-এর জীবনাদর্শ ও সত্যের মহিমা অন্বেষণ আমাদের জীবনের পথ ও পাথেয়। 'সদা সত্য কথা বলবে'–এ প্রবাদ বাক্য শিশুকিশোর তরুণদের মাঝে কার্যকর ও বাস্তবায়িত হোক এবং ঈমান সুদৃঢ় হোক। সততা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে কল্যাণ বয়ে আনুক– এ আমাদের সবারই প্রত্যাশা।

ব্যক্তিজীবন, সামাজিক জীবন কুসংস্কারমুক্ত হোক, জীবন হোক আলোকিত-চিরমহিমায় উজ্জ্বল-শাশ্বত। সত্যবাদিতার মাঝে জীবন হোক পুণ্যময়, চরিত্র হোক সুন্দর, বিদূরিত হোক সকল কুসংস্কার। মহান রাব্বুল আ'লামীন আমাদের সবাইকে যেন সত্যবাদী হবার দৃঢ় ঈমান দান করেন।

www.pathagar.com

অবিশ্বাসীদের প্রকৃতি ও পরিণতি

ইসলাম একটি চিরন্তন ধর্ম। একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। পবিত্র কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী যা ফিরিশ্‌তা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট প্রেরিত মহান গ্রন্থ।

পবিত্র কুরআন বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ। ৬০৯ খ্রিস্টাব্দে রমযান মাসে মক্কার অনতিদূরে হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় হযরত মুহাম্মদ (সা) ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় তাঁর নিকট প্রথম ওহী আসে। একটি কণ্ঠ হতে ধ্বনিত হয় 'ইকরা' অর্থাৎ 'পড়ুন'। সে কণ্ঠস্বর ছিলো জিবরাঈল (আ)-এর। শব্দটি শুনে হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্মোহিত হলেন ও বললেন, "আমি তো পড়তে জানি না।" জিবরাঈল (আ) নিজ বক্ষে তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন ও পুনরায় পড়তে বললেন। তিনি বললেন, "আমি পড়তে জানি না।" তৃতীয়বার এই অমিয় কণ্ঠস্বরটি জোরালোভাবে আদেশ করলেন, 'পড়ুন'। তিনি বললেন, "আমাকে কি পড়তে হবে।" ধ্বনিত হল, "ইক্‌রা বিইসমি রাব্বিকাল্লাজী খালাক।" (সূরা আলাক, (৯৬:১) "পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন-সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে।" "পাঠ কর আর তোমার প্রতিপালক মহা মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন-শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।" (সূরা 'আলাক, ৯৬:৩-৫)

হযরত মুহাম্মদ (সা)-ই আল্লাহ্‌ কর্তৃক মানব জাতির জন্য মনোনীত নবী। আল্লাহ্‌ বলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে পর্যায়ক্রমে কুরআন পাঠিয়েছি। এই পবিত্র গ্রন্থখানি ত্রিশ পারায় বিভক্ত। সেগুলোকে পারা বা 'আজযা' বলা হয়। পবিত্র কুরআনে প্রধান চারটি শ্রেণীবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। (১) আল্লাহ্‌র একত্বের মহিমা বর্ণনা। সমস্ত জিনিসের সৃষ্টিকর্তা ও জীবনের সকল ফলাফল দানের, মালিকের বিবরণ। (২) দুনিয়াবী জীবন শেষে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, বিচার, ভাল-কাজের পুরস্কার, মন্দের শাস্তি। (৩) আরব ও ইহুদীদের নিকট আল্লাহ্‌র প্রেরিত পূর্ববর্তী নবীদের কাহিনী। (৪) তাঁর জীবদ্দশায় মদীনায় অবস্থানকালীন সময়ে নীতি নির্ধারণ, আচার আচরণ-তার বিবরণ। 'আল্লাহ্‌' শব্দটি সৃষ্টিকর্তার 'ইস্‌মে যাত' বা সত্তাবাচক নাম। আল্লাহ্‌ এক এবং অদ্বিতীয়। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "তোমাদের ইলাহ্‌ এক ইলাহ্‌, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্‌ নেই। তিনি দয়াময়, অতি দয়ালু।" (সূরা বাকারা, ২:১৬৩)

তিনি চিরঞ্জীব। অনাদি-অনন্ত বিশ্ববিধাতা। তাঁকে তন্দ্রা বা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাঁর। সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তিনি অবগত। তিনি মহান শ্রেষ্ঠ। 'যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা।' (সূরা ইব্‌রাহীম, ১৪:১০)

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র গুণাবলীর অংশীদারীকে 'শিরক' বলে। যা ক্ষমার অযোগ্য পাপ। সূরা 'কাসাস'-এ বর্ণিত আছে, ইরশাদ হয়েছে, "তুমি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্‌কে ডেকো না, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল।' বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" (২৮:৮৮) আল-কুরআনে সূরা 'তাকভীর' ও ইন্‌ফিতার নামক সূরায় শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেয়া হয়েছে। "এবং জান্নাত যখন সমীপবর্তী করা হবে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে সে কি নিয়ে এসেছে।" (সূরা তাকভীর, ৮১:১৩-১৪)

পুণ্যবানদের বেহেশত, শান্তি-নীড় দ্বারা পুরস্কৃত করা হবে। পাপী ও অবিশ্বাসীদের দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। যেখানে তারা ফুটন্ত পানি ও যাক্কুম বৃক্ষের ফল পানাহার করবে। নাস্তিক ও মুশরিকরাই আজীবনকাল দোযখে অবস্থান করবে। "এবং পাপাচারীরা তো থাকবে জাহান্নামে।" (সূরা ইন্‌ফিতার, ৮২:১৪)

"জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী, অতঃপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।" (সূরা আনকাবূত, ২৯:৫৭)

সূরা 'ফাত্‌হ'-তে ইরশাদ হয়েছেঃ "যাঁরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না, আমি সেসব কাফেরদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি।" (৪৮:১৩)

এবং সূরা 'কাফ'-এ ইরশাদ হয়েছে, "আদেশ করা হবে, নিক্ষেপ কর, নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক উদ্ধত কাফেরকে।" (সূরা কাফ, ৫০:২৪)

আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মীদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাফেরদের সমতুল্য করে দেবো। না খোদাভীরুদেরকে পাপাচারীদের সমান করে দেবো। এটি একটি বরকতময় কিতাব। যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি। যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ লক্ষ্য করে ও বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে। যদি আকাশ এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত তবে নিশ্চয়ই তারা বিনষ্ট হতো। অবিশ্বাসীগণ কি দেখে না, আকাশ ও পৃথিবী একসঙ্গে সংযুক্ত ছিল, পরে আমি উহাদেরকে পৃথক করেছি। প্রত্যেক আত্মা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। এবং পরীক্ষার জন্য তোমাদেরকে আমি সৎ ও অসৎ দ্বারা পরীক্ষা করব এবং আমার নিকটই তোমরা ফিরে আসবে।

আল্লাহ্ বলেন, "উহারা কি বলে, 'এই কুরআন তার নিজের রচনা?' বরং উহারা অবিশ্বাসী।" "না কি উহারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং এরা তো অবিশ্বাসী।" (সূরা তূর, ৫২:৩৩, ৩৬)

www.pathagar.com

উল্লেখ্য, হযরত ইউসুফ (আ)-এর শাসনামলের অনেক পর মিসরের প্রধান অধিপতি হয়েছিল 'ফিরআওন'। সে নিজেকে খোদা বলে দাবী করেছিল। বনী ইসরাঈলদের ভিতর যারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করত, তাদেরও সে ঘৃণা করত। আল্লাহ্‌র অভিশাপ তার (ফিরআওনের) অনুসারীদের উপর নেমে এলো। বছরের পর বছর অনাবৃষ্টি, পানির অভাব, অপর্যাপ্ত ফসল, মানুষ ও পশুপাখির মহামারী, পঙ্গপালের আক্রমণ, ভেকের আক্রমণ, পানি রক্তে পরিণত হওয়া, ইত্যাদি। তবে, হযরত মূসা (আ)-এর মধ্যস্থতায় দুর্যোগ থেকে মুক্ত হওয়ার পর পুনরায় তারা পাপ কাজে লিপ্ত হতো। সর্বশেষে তাদের শাসক ফিরআওনসহ নীল নদের পানিতে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। তাদের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল নূহের সম্প্রদায়, আদ, ছামূদ সম্প্রদায়, লুত সম্প্রদায়, আয়কারবাসী, তুব্বা সম্প্রদায়। তারা সবাই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, ফলে তাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আপতিত হয়েছে।

আল্লাহ বলেন, "আমি জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই।" সূরা 'কাফিরুন' ও তফসীরে বর্ণিত আছে, আবূ লাহাব ছিল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চাচা। রাসূলে করীম (সা)-এর কাজে ও মতে অবিশ্বাসী ছিল। তাঁর স্ত্রী উম্মে জমিলাও হযরতের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করত, ইসলামে অবিশ্বাস করতো, ষড়যন্ত্র করতো। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চলার পথে দূর বন হতে কাঁটা সংগ্রহ করে রাত্রিতে পথিমধ্যে বিছিয়ে দিত। একদিন কাঁটার বোঝা বহন করার সময় তার গলায় খেজুর গাছের ছাল নির্মিত রশি আটকিয়ে সে মারা যায়। এমনকি, আবূ লাহাবও হযরতের শত্রুতা করতো। সে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করে। তিনদিন পর্যন্ত তার দেহ কবরস্থ হয়নি ও ভয়ে কেউ তার কাছে উপস্থিত হয়নি। তার সমস্ত শরীর পচে গলে দুর্গন্ধময় অবস্থায় পড়ে থাকে। অবশেষে, যে গৃহে সে প্রাণত্যাগ করে সেই গৃহের প্রাচীর তার উপর ঠেলে দিয়ে তাকে প্রোথিত করা হয়। এই হয় তার পরিণাম! সে হয় জাহান্নামী! অতএব সূরা 'লাহাব' নাযিল হয়। "ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দুই হস্ত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।" (১১১:১)

"তারই ধনসম্পদ ও তারই উপার্জন তার কোন কাজে আসে নি। অচিরে সে দগ্ধ হবে লেলিহান অগ্নিতে, এবং তার স্ত্রীও, যে ইন্ধন বহন করে, তার গলদেশে পাকান রজ্জু।" (সূরা লাহাব বা 'মাসাদ', ১১১:২-৫)

অর্থাৎ, তার ধনসম্পত্তি ও যা সে উপার্জন করেছে, কিছুই তার উপকারে আসবে না। শীঘ্রই শিখাযুক্ত অনলে প্রবেশ করবে সে ও তার কাষ্ঠ বহনকারী স্ত্রী, গলায় খেজুর ছাল নির্মিত রশি নিয়ে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র সাথে সর্বপ্রকার শিরককারী, বহু খোদায় বিশ্বাস স্থাপনকারী, কাফের, সোনার বাছুরের পূজাকারীগণ, এমনকি নাস্তিক্যবাদীগণ, মহানবী (সা)-এর আবির্ভাবের কালে অবিশ্বাসীগণ, অপবাদ রটনাকারীগণ, সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত।

আখিরাতের জীবন, বেহেশত-দোযখ, হাশর, (পুনরুত্থান) শেষ বিচারের কথায় অবিশ্বাসীগণ তো পথভ্রষ্ট। তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। কঠিন শাস্তি। পরম সত্যকে যারা মানে না, তারাই তো মিথ্যাবাদী, মুনাফিক ও অবিশ্বাসী। বস্তুবাদিতা, ধর্মদ্রোহিতা যে কোন বিদ্'আত কাজের স্থান ইসলামে নেই। আল কুরআন পবিত্র মহাগ্রন্থ, আসমানী কিতাব। ধর্মীয় অনুশাসন, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, আইন, দর্শন-বিজ্ঞান, সাহিত্য সাংস্কৃতিক জীবনের দিক-নির্দেশনা, বিশ্বমানবের কল্যাণ এতে নিহিত। শান্তি-শৃঙ্খলার, জ্ঞানের সোপান মুসলমানদের এই পবিত্র মহাগ্রন্থ 'আল-কুরআন'। কুরআন পাঠ করে আত্মশুদ্ধি অর্জন, পরহেযগারী অর্জন, জীবনকে ধন্য, সুখময় করে তোলা মু'মিন ও মুত্তাকীর কাজ।

www.pathagar.com

উত্তম ব্যবহার

রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, সে পূর্ণতম মুসলিম যার আচরণ সর্বোত্তম এবং তোমাদের মধ্যে সে সর্বোত্তম যে আপন স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহার করে। আল্লাহ্ ও তাঁর সৃষ্টির কাছে তারাই উত্তম যারা আপন পরিবারের মধ্যে উত্তম। সদাচারের মাধ্যমে মানুষ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মুসলিমদের পরস্পরের প্রতি ছয়টি কর্তব্য আছে। প্রশ্ন হলো-"তা কি ইয়া রাসুলাল্লাহ (সা)?" তিনি বললেন, "দেখা হলে সালাম করবে, দাওয়াত করলে গ্রহণ করবে। পরামর্শ চাইলে তা দিবে।" রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন ব্যক্তি প্রকৃত মু'মিন নয় যদি না সে নিজের জন্য যা কামনা করে, তার ভাইয়ের জন্য তাই কামনা করে। এবং যে এক আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। নবীজী বলেন, তোমাদের মধ্যে কারা নিকৃষ্টতম তা বলে দিব কি? 'যারা একাকী খায়, দাসদের বেত মারে এবং কাউকেও কিছু দেয় না।' মহানবী (সা) বলেন, "মুসলমানদের মধ্যে সর্বোত্তম ঘর সেটি, যে ঘরে এতিম রয়েছে।" এতিমের ক্ষেত্রে তিনি সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাঁর অভিমতে, এতিমের সাথে দয়ালু পিতার ন্যায় ব্যবহার করা উচিত।

ইসলাম সম্প্রীতি ও শান্তির ধর্ম, স্বভাবের পটভূমিতে তার প্রতিষ্ঠা। 'সালাম' হলো মুসলমানের সর্বপ্রথম আখ্লাক, আচরণ। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে, আমি হাদিয়া দেবার বেলায় কাকে অগ্রাধিকার দেব? নবীজী বললেন, 'যার বাড়ীর গেট তোমার নিকটবর্তী।'

মহান আল্লাহ্ বলেন, "যেসব আমলের দ্বারা মানুষের পরকালীন উন্নতি হয় তা হল দাসত্বে শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষকে মুক্তিদান এবং বুভুক্ষু আত্মীয়, এতিম বা নিরুপায় অভাবী মিসকীনকে খাদ্য দান করা।" জ্ঞান-অর্জনের সাথে মানুষ সদাচার ও মহত্তের উচ্চ শিখরে উন্নীত হয়, ইহলোকে অধিপতির সঙ্গলাভ করে ও পরলোকে সুখের পূর্ণতা আহরণ করে। অপরের সুবিধা-অসুবিধা, মতামত ও অনুভূতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে চলাই সদাচার ও সৌজন্যের লক্ষণ। সদাচার একটি উৎকৃষ্ট ও মহৎ গুণ বিশেষ। শৈশব, কৈশোর ও যৌবনে, বিশেষ করে ছাত্রজীবনে, তা অর্জনের সু-সময়। ছাত্রজীবনের শিক্ষাই কর্মজীবনকে প্রভাবিত করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, অফিস-আদালতে, সভা-সমিতিতে ও বাসে-ট্রেনে-বিমানে ভ্রমণের সময় সব জায়গায় সকলকে ভালভাবে

www.pathagar.com

ওঠাবসা করা উচিত এবং আমাদের সৌজন্যমূলক ভাল-আচরণ করাও অপরিহার্য। সমাজে সুখ-শান্তি সহজলভ্য করে তোলার জন্য সদাচার, আন্তরিকতা আবশ্যক। মার্জিত রুচি উন্নত হৃদয়ের গুণ। আর ভদ্রতা বাহ্যিক আচরণমাত্র।

প্রকৃত বিদ্যা যেমন বিনয় দান করে, উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমেও মানুষ তেমনি তার সমাজে গুণী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়। সেবামূলক কাজেও হৃদয়ের এ মহৎ গুণাবলী বিকশিত হয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "সত্যই নিজের সন্তানকে সদাচার (আদব) শিক্ষা দেওয়া এক মণ শস্য ভিক্ষাদানের চেয়েও বেশী উৎকৃষ্ট।"

সূরা 'নাহল'-এ মহান আল্লাহ্ বলেন, "ইহা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ্ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে। তিনি তো অহংকারীকে পসন্দ করেন না।" (সূরা নাহ্ল, ১৬:২৩)

"যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকর্ম করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র অভিমুখী হয়।" (সূরা ফুরকান, ২৫:৭১)

পরিবারে ও সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও উন্নতির জন্য প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা সবারই দায়িত্ব ও কর্তব্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ "এবং পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।" (সূরা নিসা, ৪:৩৬)

www.pathagar.com

প্রসঙ্গঃ প্রতিজ্ঞা পালন

সত্য কথা বলা যেমন ধর্মের অংশ, সমাজ ও ব্যক্তির কল্যাণের উপাদান, তেমনি প্রতিশ্রুতি পালন এবং অপরের গচ্ছিত সম্পদরাজি যথাসময় প্রত্যর্পণ করাও অপরিহার্য কাজ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেনঃ যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই এবং যে অঙ্গীকার রক্ষা করে না তার মধ্যে দীন নেই।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেনঃ "এবং তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন করবে; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।" (সূরা বনী ইস্রাঈল, ১৭:৩৪)

প্রতিজ্ঞা, পণ বা অঙ্গীকার রক্ষা করা আমাদের সবারই উচিত। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে, "তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর।" অর্থাৎ হিসাবের দিনে এ সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সমাজে বসবাস করতে হলে কাজে-কর্মে, কথাবার্তায় একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে যেতে হয়, ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের জন্য প্রতিশ্রুতি পালন করতে হয়, আন্তরিকতার বন্ধন আরও দৃঢ় করা প্রয়োজন হয়। এতে ঈমানী চেতনারই প্রকাশ ঘটে। প্রতিজ্ঞা পালন আর আমানত রক্ষা করা ঈমান ও ইসলামের মূল বিশ্বাসসমূহের অন্যতম। ব্যক্তিজীবনে ন্যায়নিষ্ঠ কাজ ও সত্যপরায়ণতা জীবনকে সুখময় করে তোলে।

নবুয়ত-পূর্ব যুগের ঘটনা এই যে, আবদুল্লাহ ইবনে আবূ আসমা নামক এক ব্যক্তি ব্যবসায়িক লেনদেন উপলক্ষে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে এক জায়গায় অপেক্ষা করতে বলে ফিরে আসতে ভুলে গেল। তিনদিন পর সে ফিরে এসে দেখতে পেল, নবীজী কথা রক্ষার জন্যেই সেখানে অপেক্ষা করছেন ও রীতিমত বসেই রয়েছেন। তাকে ফিরে আসতে দেখে শুধু এতটুকু বললেন যে, 'তিনদিন যাবৎ আমি আমার কথা রক্ষার জন্য এখানে বসে অপেক্ষা করছি।' এ দৃষ্টান্ত ইসলামের এক মহান শিক্ষা। ব্যক্তিজীবনে অঙ্গীকার পূর্ণ করা একটা মহৎ ও পুণ্যের কাজ। সূরা বাকারায় ঈমানদারদের জন্য সুসংবাদ এসেছে যে, "তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।" (২:৪৫) অর্থাৎ আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। কঠোর অধ্যবসায়, আত্মসংযম স্থির সংকল্পবলে মহান আল্লাহ্ মু'মিনদের সাথে রয়েছেন। এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে?

মানুষ সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ। অনেক সময় মানুষ ওয়াদা পালনে অবহেলা করতে পারে- তা কোনক্রমেই যেন না হয়। প্রতিশ্রুতি পালনে অসংগতি যেন না থাকে সেজন্য সদা সতর্ক থাকা উচিত। যা কোন ক্রমেই বাস্তবায়ন সম্ভব নয় এমন প্রতিশ্রুতি দেয়া নিষিদ্ধ। অতএব, কথা বলার সময় সংযত হওয়া বলিষ্ঠ ঈমানদারের পক্ষে সহজ।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'যারা সঞ্চিত, গচ্ছিত ধন সম্পদ রক্ষা করে, কথামত কাজ করে ও প্রতিজ্ঞা পালন করে, তারাই আদর্শ মুসলিম।'

www.pathagar.com

সুতরাং মহানবী (সা)-এর মহান জীবনাদর্শ ও শিক্ষা আমাদের জীবনে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলে কোন সমস্যাই সমস্যা হিসেবে থাকবে না। সৎ মানুষ, সৎ জাতির কোন অকল্যাণ নেই। সত্যিকারের, প্রকৃত মু'মিন কোনদিন ওয়াদা খেলাপ করে না। মুসলমানের ঈমান মজবুত, মুসলিম ঐতিহ্য অনেক গৌরবের। নৈতিক মূল্যবোধ উজ্জীবনে মহানবী (সা)-এর আদর্শই আমাদের জীবনের পথ ও পাথেয়। সৃষ্টির মূলে সবার কল্যাণের জন্য মানবিক বৃত্তিগুলির অনুশীলন প্রয়োজন। সেগুলোর মধ্যে ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, দায়িত্ববোধ, প্রতিজ্ঞা পালন করা অপরিহার্য বিষয়।

মানবজীবনের চরিত্রগুণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও মহৎ গুণ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা। পরোপকার সেবা, মানুষের কল্যাণ কাজে ওয়াদা পালনও বড় গুণ। ছোটবেলা থেকে সব গুণের মাঝে একে অবশ্যই স্থান দেয়া আবশ্যক। অলসতা, অবহেলা, দায়িত্বহীনতার মাঝে প্রতিজ্ঞা পালনের মত গুণকে অর্জন করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। দায়িত্ব সম্পর্কে সঠিক চেতনাবোধের জাগরণ, সৎবৃত্তি, ত্যাগের মধ্যেই ওয়াদা পালন করা সহজ। তবে, বৈষয়িক কারণে কেউ যদি প্রতিজ্ঞা পালনে ব্যর্থ হয়, তাহলে পাওনাদারকে বুঝতে হবে যে, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে তার কোন অন্তরায় বা অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে কিনা! তাহলে, তাকে আরও সময় দেয়া, ঋণ পরিশোধ করবার জন্য সুযোগ দেয়া মহত্তের লক্ষণ। কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন, "যদি ঋণগ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে, সচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত তাকে পরিশোধের তাগাদা থেকে বিরত থেকো। (সূরা বাকারা, ২:২৮০)

পারিবারিক, সাংসারিক জীবনে ওয়াদা পালনকারী ব্যক্তি সম্মানিত, বিশ্বস্ত। তিনি সমাজে শ্রদ্ধাভাজন ও ঈমানদার বটে। তিনি একজন হালাল রুযী সন্ধানকারী ব্যক্তি। এখানে উল্লেখ্য যে, নিয়মানুবর্তিতা পালন, সময়নিষ্ঠা আমাদের জীবনযাপনকে শান্তিময় করে গড়ে তোলে। সামাজিক শৃঙ্খলাবোধে উজ্জীবিত করে। নেশা ও ধূমপান থেকে বিরত থাকার প্রতিজ্ঞা করলে কুপ্রবৃত্তিগুলি বিনষ্ট হয়। খারাপ সংসর্গ ত্যাগ করা, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া, অনাড়ম্বর জীবন প্রতিপালন করার দৃঢ় সংকল্প করা, অন্যায় কাজকে নিরুৎসাহিত করা কেবল বিশ্বস্ত লোকই ব্যক্তিজীবনে বাস্তবায়ন করতে পারে। প্রতিশ্রুতি পালনের মত মহৎ গুণ ইসলামী সৌন্দর্যের ও নেক আমল, সততার নিদর্শন।

www.pathagar.com

ওয়াদা খেলাপ

মানব সমাজে মুনাফিক ব্যক্তি সত্যিই ঘৃণিত। এমন ব্যক্তির আচরণ ও আখ্‌লাক অতীব খারাপ, ঝগড়া-ফাসাদ, মন্দ পন্থা তার স্বভাবের খারাপ দিক।

মিথ্যাবাদী ও অসৎ ব্যক্তিই কেবল অন্যায় পথে জীবন যাপন করে। মুনাফিক ব্যক্তি কোন ওয়াদাই রক্ষা করে না। সমাজে শত্রুতা, হানাহানি, অপকার, এর যতসব কাজ অসৎ লোকেরা করে থাকে। কারণ মুনাফিক ব্যক্তির অন্তর এক এবং বাহ্যিক অন্য রকম। কথা ও কাজে কোন সামঞ্জস্য নেই। প্রলোভন ও লোভ-লালসার মোহে-পড়া গর্হিত ও বর্বর, মুনাফিক বড় ধরনের অন্যায় কাজ করতে কখনও কুণ্ঠিত হয় না। তার উদ্দেশ্য থাকে অন্য রকম। মুনাফিকীর কারণেই সমাজে অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা অনেক বেড়ে চলে। বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিকেই আমরা মুনাফিক বলে চিহ্নিত করে থাকি। মুনাফিকী সাধারণত ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়।

সম্পদরাজি ও মালামালের সম্পূর্ণ হেফাজত করা, আমানত রক্ষা করা মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমরা যে সমাজে, গোত্রে বা বংশে বসবাস করি সেখানে যদি মুনাফিক ব্যক্তিগণ খারাপ ও অন্যায় কাজে উৎসাহিত করে, তবেই সুন্দর পরিবেশটি দূষিত হবে এবং মুনাফিকগণই এ সমাজকে খারাবির দিকে ঠেলে দেবে।

মুনাফিক ব্যক্তি যখন ওয়াদা করে, তখন-ই মনে মনে মন্দ কাজের ফন্দি আঁটে। সাথে সাথে তার মন বলতে থাকে যে, সে তার বিপরীত করবে। কখনও সে অঙ্গীকার পূর্ণ করবে না।

যে ব্যক্তির মন-মানস এবং মুখের বক্তব্য এক নয়, হৃদয়ের উদ্দেশ্য অন্যরকম সে মুনাফিক, যা বাহ্যিকভাবে সমাজে বোঝা যায়। তার চালচলন, ভাব ও প্রকাশভঙ্গিতে ব্যতিক্রম ধরা পড়ে।

মহান করুণাময় আল্লাহ্ পাক বলেনঃ "মুনাফিকগণ তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে রইবে, এবং তাদের জন্য তুমি কখনও কোন সহায় পাবে না।" (সূরা নিসা, ৪:১৪৫) "তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।" (সূরা নিসা, ৪:১৩৮)

কাল-হাশরে নাজাত পাবার আশায় সব প্রকারের মুনাফিকী, কপটতা ছাড়তে ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয়। ঈমান মজবুত থাকলে হৃদয়ে মুনাফিকী আসতে পারে না। ঈমান ও আমল সুদৃঢ় করার জন্য ধর্মীয় পুস্তকাবলী অধ্যয়ন ও চর্চার মাধ্যমে প্রচুর জ্ঞান আহরণ প্রয়োজন। ইসলামী ভাবধারা উজ্জীবনে ও মূল্যবোধের বিকাশে ঈমানী চেতনা গড়ে তোলা সবারই কর্তব্য।

www.pathagar.com

সমাজে যুবক-তরুণদের ইসলামী আখ্‌লাক, আকিদা-আমল গঠনে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রতিদিন তালিমের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

কুরআন-হাদীসের শিক্ষায় আলোকিত হয়ে সমাজ থেকে সমূলে মুনাফিকী দূর করা উচিত। সমাজের যে স্তরে আমরা বাস করি, সেখানে অজ্ঞতা থাকতে পারে। একমাত্র হেদায়েত-এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে ভাল কাজের প্রবাহে, দৃষ্টান্তে সমাজের মন্দ দিক ঘুচে যেতে পারে।

ঈমানদার ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টার কারণে মানুষকে হেদায়েত দানের ফলে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং সমাজ থেকে মুনাফিকী, বেহায়াপনা উচ্ছেদ ও দূরীভূত হতে বেশী সময় লাগবে না।

মুনাফিক ব্যক্তির পরিণাম অত্যন্ত দুর্বিষহ। হিংসাবৃত্তি, ধ্বংসের পথে, অশ্লীল ও জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হতে পারে মুনাফিক ব্যক্তিরা। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন, "মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা খেলাপ করে। আমানতের জিনিস খেয়ানত করে যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং মনে করে যে সে একজন মুসলমান।"

অন্য রেওয়ায়েতে হুযুর (সা) চতুর্থ আলামত বলেছেন, যখন মুনাফিক ব্যক্তি ঝগড়া-ফাসাদ করে, মন্দ পন্থা অবলম্বন করে। (মুসলিম শরীফ)

এ কথা আমরা জানি যে, বিশ্বাসঘাতকতা বড় গুনাহ্। দৈনন্দিন জীবনে অনেক ব্যক্তির সাথে পরস্পর দেখা হয়-অফিস আদালতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, কলকারখানায়, কাজকর্মে কখনও বন্ধুত্ব হয়, বাক্যালাপ হয় - এতে আদব-কায়দা ভদ্রতা-বিনয় লক্ষ্য করা যায়। সমাজে বেশীর ভাগ ব্যক্তিই ভাল আখ্‌লাকের, তবে কতিপয় বিশ্বাসভঙ্গকারী ব্যক্তির আচরণ, আকিদা-আমল প্রকৃত মু'মিনের বিপরীতধর্মী। উল্লেখ্য, কিয়ামতের দিন মুনাফিকের জন্য আগুনের দু'টি জবান হবে।

ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশ মানুষকে সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, আদর্শবান হিসেবে গড়ে তোলে। পূত-পবিত্র জীবনের জন্য আত্মিক উন্নতি প্রয়োজন। শরীর ও আত্মার সৌন্দর্য হচ্ছে কলুষমুক্ত মন। মনের প্রবৃত্তিতে কলুষ নিয়ে কেউ দুনিয়াতে বড় হতে পারে না। যারা পৃথিবীতে আল্লাহ্-ভীরুতা, উদারতা, মমতার বন্ধনে হৃদয়কে লালন করে তারাই প্রকৃত ভাল মানুষ। কেবল বিশ্বাসী ও পরহেজগার ব্যক্তিই খারাপ রসনা থেকে মুক্ত থাকে।

পরস্পর দু'জন শত্রুর মাঝে যাতায়াত করে, তাদের প্রত্যেককেই মিত্র, আপনজন বলে পরিচয় দেয়া এবং তাদের সাথে একমত হওয়া মুনাফিকীরই নামান্তর।

www.pathagar.com

অবিশ্বাসী ব্যক্তি সর্বদা কৌশলী হতে চায়। বেহায়াপনা, অসৎ প্রবৃত্তি মুনাফিক ব্যক্তির মজ্জাগত-স্বভাব। মুনাফিকগণ প্রত্যেকের সাথে ভাল ভাব বিনিময় করে; তার কুস্বভাব, আচরণকে গোপন করে রাখে। তারা ভদ্রলোকের মত ভালরূপে, ভাল ব্যবহার করে। অনেক সময় বাহ্যিক দিক থেকে এসব কপট ব্যক্তিকে বোঝা যায় না।

ইসলামে মুনাফিকীর স্থান নেই। সাধারণত সুষ্ঠু সুন্দর সমাজে, সুস্থ পরিবেশের মাঝে মুনাফিক ব্যক্তিই মিথ্যা-গুজব সৃষ্টি, ওয়াদা খেলাপ এবং কুসংস্কারমূলক বিভ্রান্তি ছড়ায়। অযথা তারা সমাজে রাহাজানি, হয়রানি, মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির ইন্ধন দিয়ে থাকে। মুনাফিকের মন মাকাল ফলের মত। অনেক নিরীহ ভাল লোককে সে শান্তিতে বসবাস করতে দেয় না। শহরে বা গ্রামীণ পরিবেশে সবাই শান্তিসুখে বসবাস করতে চায় এবং সবাই নিরক্ষরমুক্ত সমাজ গঠনে আগ্রহী।

গ্রামীণ জীবনে মুনাফিক ব্যক্তিগণ কলহ লাগিয়ে দেয়, পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি করে আনন্দ বোধ করে, যা' অতীব ঘৃণ্য কাজ।

আমরা জানি, মুসলমান জাতি ভ্রাতৃত্ববোধ সহিষ্ণুতার এক নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। কোন মানুষ ওয়াদা খেলাপকারী হোক, তা' ভাবাই যায় না।

যে সমাজে আমরা বাস করি, সবটাই দুধের মত পবিত্র, শুভ্র কলুষমুক্ত সমাজ নয়। পাপ, পংকিলতা-বিবর্জিতও সবটুকু নয়। অহংকার, ক্ষোভ ও ঘৃণাবোধ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা অংকুরিত হয়। মুনাফিকী, চতুরতা, বর্বরতা এ নবীন সমাজের মানুষকে বিব্রত করছে। স্বীকৃত সত্যকে আবিষ্কার করার প্রেরণা সবার মাঝে নেই বলেই অসত্যের দোহাই দিয়েও অনেকে সমাজে সুন্দরভাবে বাস করে, কোন প্রতিকার করতে হলে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। ধনিক সমাজে গরীব অসহায় ব্যক্তি প্রপীড়িত। ইসলামের সাম্য-সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, সত্যের পরম সাধনা। সেবা ও মানবতার হিত সাধন।

রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট জীব হবে মিথ্যাবাদীগণ ও অহংকারী লোকজন।

মানবিক মূল্যবোধের বিকাশের জন্য দৈনন্দিন জীবনে মানুষে মানুষে হিংসা-দ্বেষ, কুসংস্কার দূরীভূত করার জন্য অবশ্যই দৃঢ় শপথ নিতে হবে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আদর্শ ছিল সার্বজনীন মমতা বন্ধন। পরস্পরের ভালবাসায় তিনি মদীনার আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন।

পবিত্র কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে, "হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

জিহাদ কর ও তাদের প্রতি কঠোর হও; তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন-স্থল। (সূরা তাওবা, ৯:৭৩)

রাসূলুল্লাহ (সা) মুনাফিকীর মত অন্যায় প্রভাবের মূলে প্রতিরোধ ও আঘাত করেছিলেন। বিদায় হজ্জের শেষ ভাষণে মহানবী (সা) ঘোষণা করেছিলেন, "মূর্খতা যুগের সকল কুপ্রথা আমার পদতলে পিষ্ট হয়েছে।"

আমরা যদি দৈনন্দিন ইসলামের মূল ভিত্তিগুলি (রুকন) অনুসরণ ও পালন করি, এর মাঝে সত্যিকারভাবে কাজে কর্মে ঈমানকে পরিচ্ছন্ন রাখি ও আত্মোৎসর্গ করি এবং অবিচার অন্যায় গর্হিত বিষয় পরিহার করি তবেই-মু'মিন মুসলিম হিসেবে সমাজে পরিচয় দিতে পারবো। মুনাফিকী মূর্খতারই সামিল। বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি সমাজে কুসংস্কারে নিমজ্জিত এবং নাফরমানী-বেঈমানী কাজে অন্ধকার গহ্বরে নিপতিত। মনোমালিন্য বিভেদ পরিহার করে জীবন আলোকিত হোক। কখনও 'ওয়াদা খেলাপ না করার শপথে' আমাদের চলার পথে, নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হোক, এ আমাদের প্রত্যাশা।

www.pathagar.com

আত্মসমালোচনা

আসমান-যমীনের মাঝে যা কিছু আছে সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন মহান রাব্বুল আলামীন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "আল্লাহ্‌র পথে যে বান্দার দুই পায়ে ধুলি লাগে, সে পা জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।" যেমন 'যিক্‌রের' দ্বারা মানুষের মনের কালিমা দূর হয়, আত্মসমালোচনায় মানুষ উন্নত হয়, আল্লাহ্‌র যিক্‌র কাল্‌ব-কে সজীব রাখে।

তাই মহানবী (সা) বলেন, "তোমাদের জিহবা যেন সব সময় আল্লাহ্‌র যিক্‌রে সিক্ত থাকে।" প্রত্যেক বস্তু পরিষ্কার করার উপকরণ আছে। আর অন্তরের ময়লা সাফ করার উপকরণ হল আল্লাহ্‌র 'যিকর'। (বায়হাকী) মানব জীবনে 'তাকওয়া' এমন এক বিশেষ গুণ, যা মানুষকে যাবতীয় কুকর্ম থেকে বিরত রাখে। সূরা 'রা'দ'-এ মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, "জেনে রেখো! আল্লাহ্‌র স্মরণেই আত্মাসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।" (১৩:২৮)

আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, "আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও; আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌-প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী।" (সূরা যারিয়াত, ৫১:৫০)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসীর (রা) বলেন, "এক লোক মহানবী (সা)-এর দরবারে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), ইসলামের বিধানসমূহ আমার কাছে খুব বেশী মনে হয়। আমাকে এমন এক কাজের কথা বলে দিন, যা আমার জন্য করা খুব সহজ হয়।' হুযুর (সা) ইরশাদ করলেন, 'সদা-সর্বদা তোমার রসনাকে আল্লাহ্‌র যিক্‌রের রস দ্বারা সিক্ত রাখবে।" (তিরমিযী) দীনী ইল্‌ম শিক্ষার পাশাপাশি কু-প্রবৃত্তি দমন, হালাল-হারাম চেনা, কালবে যিক্‌র রাখা আবশ্যক।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, "যখন কিছু লোক একত্র হয়ে আল্লাহ্‌র যিক্‌রে আত্মনিয়োগ করে, তখন ফেরেশতাগণ এসে তাদেরকে আবেষ্টন করে ফেলে এবং আল্লাহ্‌র রহমত এসে ঢেকে ফেলে। তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র সাকীনাত' রূপী আশিস বর্ষিত হয়। আর, আল্লাহ্‌ তা'আলাও ফেরেশতাদের মজলিসে তাদের কথা আলোচনা করেন।" সততা অন্তরে শান্তি আনয়ন করে। ব্যক্তিজীবনে নফল ইবাদত দ্বারা আত্মতৃপ্তি লাভ, গোনাহ মাফ ও অনেক উপকার হয়। মহান আল্লাহ্‌ পাক কালামে ঘোষণা করেছেন, "সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।" (সূরা হাজ্জ, ২২:৫০)

সূরা 'নাহল'-এ আল্লাহ্‌ বলেন, "তোমরা যা গোপন রাখ এবং যা প্রকাশ কর,

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা জানেন।" (১৬:১৯) অশ্লীলতা বর্জিত সমাজে বাস করতে হলে চাই আমাদের সবার ত্যাগ ও শ্রমের সাধনা। আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আত্মসমালোচনার ও চিন্তার বিকাশ ঘটে। এজন্য সংগ্রাম, ত্যাগ প্রয়োজন।

আল কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব।" (সূরা 'আনকাবূত, ২৯:৬৯)

মহানবী (সা) বলেনঃ কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট জীব হবে মিথ্যাবাদী ও অহংকারী লোকজন। এবং সূরা 'ফুরকান'-এ আল্লাহ্ ইরশাদ করেনঃ "যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকর্ম করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র অভিমুখী হয়।" (২৫:৭১) আত্মতৃপ্তি ও পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল-কুরআনের শিক্ষা মানুষকে বিনয়ী করে ও নিষ্ঠাবান করে তোলে। পরনিন্দা, লোভ-লালসা পরিহার করা ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিফলন। মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন, 'যে কাজের সূচনা 'বিস্মিল্লাহ' দ্বারা হয় না সে কাজে বরকত হয় না।' প্রতিদিন একথা আমাদের স্মরণে থাকা অবশ্যই উচিত। 'সূরা তাওবায়' বর্ণিত এ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছেঃ আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা 'আরশের অধিপতি।' (সূরা তাওবা, ৯:১২৯)_এবং সূরা 'নাহল'-এ ইরশাদ হয়েছেঃ

"তোমার প্রতিপালক তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ অবহিত।" (সূরা নাহল, ১৬:১২৫) আত্ম-গৌরব প্রসঙ্গে কুরআন হাদীসে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে: "অতএব, তোমরা আত্ম-প্রশংসা করবে না, কে মুত্তাকী এ সম্পর্কে তিনিই সম্যক জানেন।" (সূরা নাজ্ম, ৫৩:৩২)

কালিমায়ে তায়্যিবা বা আমলিসালেহা মানুষকে আল্লাহ্র দিকে নিয়ে যায়। তাকে উচ্চ থেকে উচ্চতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। "আল্লাহ্ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরও বেশী দেবেন, তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।" (সূরা ফাতির, ৩৫:৩০) 'অযীফা' পাঠ করলে সকল প্রকার বিপদ আপদ হতে নিরাপদ থাকা যায়, দৃঢ় প্রত্যয় ও মনোবল বৃদ্ধির জন্য তা পাঠ করা আবশ্যক। মানুষকে 'রিয়া' (ছোট শির্ক) থেকে মুক্ত থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশ দিয়েছেন। ইবাদত, কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদে তা যেন প্রকাশ না পায় সেজন্য সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। প্রতারণা, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেয়া, হারাম উপার্জন, পাপ ইত্যাদি আত্মশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে বর্জন করতে হবে

www.pathagar.com

পরিবার-পরিজনের জন্য বৈধ পন্থায় রোজগার করা হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ-এর অন্তর্গত। ইসলাম অর্থ উপার্জনের জন্য পুরোপুরি স্বাধীনতা দিয়েছে। মজুদদারী ও কালোবাজারীর মাধ্যমে ফায়দা লুট, অধিক মুনাফা অর্জন অবৈধ-তা সমাজের জন্য ক্ষতিকর। ব্যবসা ক্ষেত্রে হালাল রুজী অর্জন করা আনন্দ ও গৌরবের বিষয়। আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য ইসলামের অনুশাসন মানা ও 'তাক্‌ওয়া' অর্জন সবার কর্তব্য। তাক্‌ওয়ার অভাবে মানুষ পাপ কাজে লিপ্ত থেকে সামাজিক জীবনকে অশান্ত করে তোলে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ বলেন, "আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং নিজেকে কু-প্রবৃত্তি থেকে ফিরিয়ে রাখে নিশ্চয়ই জান্নাত হবে তার আবাসস্থল।" (সূরা নাযিআত, ৭৯:৪০-৪১) উল্লেখ্য যে, "আল্লাহ্‌র ভয় মানুষকে সকল ভয় থেকে মুক্তি দেয়।" (ইব্‌নে সিনা) 'আত্মসমালোচনার' মাধ্যমে ইসলামের সুমহান শিক্ষায় অন্তরকে ফুটিয়ে তোলা উচিত এবং জীবনকে সুখময় করে গড়ে তোলা আবশ্যক।

www.pathagar.com

প্রকৃতির রহস্য

মহান দয়াময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন-এর অসীম কুদ্‌রত আর হিকমতের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখি, আল্লাহ্ তা'আলার অপার মহিমা ও কুদ্‌রতে মাতৃগর্ভে মানুষের সৃষ্টি। তিনিই প্রতিপালন করেছেন, তার আকৃতি দিয়েছেন, পরিমিত অঙ্গ ও অস্থি সৃষ্টি করেছেন। নিদ্রা মানুষের জন্য প্রাকৃতিক দান। জ্ঞান-বিজ্ঞান, স্মৃতিশক্তি, চেতনা-অনুভূতি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র অতি বড় নিয়ামত। কতকগুলি বিষয় প্রকৃতির অশেষ মহিমায় রহস্যাবৃত হয়ে রয়েছে। আর, মানুষ যদি তার আয়ুর খবর জানতে পারত তাহলে আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নে বা কাজকর্মে তার মন বসতো না।

উদ্ভিদরাজি ও তৃণলতার ভিতর আল্লাহ্ রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের অনেক গুণ নিহিত রেখেছেন। মহান আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে কামনা-বাসনা, ইচ্ছাশক্তি, প্রেরণা অনুভব শক্তি দান করেছেন। যা' প্রকৃতির অনুকূল। নারী ও পুরুষের মাঝে পরস্পর কর্তব্য পালনের যে স্পৃহা ও অনুভূতি বিদ্যমান, তা প্রকৃতি প্রদত্ত। প্রকৃতি নারীকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র অবয়বে তৈরী করেছে। নিয়ম-শৃঙ্খলাপূর্ণ এ জগতের জটিল ও গোপন রহস্যময় অজ্ঞাত বিষয় ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা কোন মানুষের জন্যই জীবনের স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়।

প্রাকৃতিক জগতের প্রতিদিনের কর্ম প্রবাহ প্রচলিত নিয়মকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি, সাংসারিক জীবনে, দাম্পত্য জীবনে নারীর যত আয়োজন, যতসব ব্যস্ততা ও আত্মনিবেদন তার সবটাই পুরুষের সন্তুষ্টি বিধানে নিয়োজিত। অন্যদিকে নারীর মুখে হাসি ফুটাবার জন্য পুরুষ প্রাণান্তরে শ্রম ও ত্যাগ দিচ্ছে। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ক্ষুদ্র পিপীলিকা যে কি কৌশলে খাদ্য, আহার সঞ্চয় করে-তা লক্ষণীয়। মৌমাছি ফুল থেকে তরল রস চুষে নেয়, যা তাদের মুখে, আল্লাহ্‌র কুদ্‌রতে, মধুতে পরিণত হয়।

আল্লাহ্ মানুষকে জমিনে বসবাস করতে দিয়েছেন। উদ্ভিদ, ঘাস-সবুজ, হলুদ, খয়েরী, বেগুনী, লাল, নীল, সাদা ইত্যাদি রং-এর পাতা সৃষ্টি করেছেন। সেগুলি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে, ফল ও ফুল দিচ্ছে। বৃক্ষলতা, ফল ও ফুলগুচ্ছ তিনি চমৎকারভাবে বিন্যাস করে দিয়েছেন। এদের ভিন্ন ভিন্ন রং, রকমারি গঠন আর আকৃতি নানা প্রকার সুগন্ধি স্বাদ আর নানা রকমের সৌন্দর্য-সুষমা, যা সত্যিই মনোমুগ্ধকর। আল্লাহ্ তা'আলা শিকড়ের সাহায্যে গাছের উঁচু শাখা পর্যন্ত পানি আর রস পৌঁছে দিয়েছেন-এ এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। সিফাতী কুওয়ত-এর সম্মিলিত সমন্বয় সকল সৃষ্টি, সৃষ্টিকর্তা একমাত্র মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন।

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, রূহ আল্লাহ্র হুকুম। এ 'হুকুম' শব্দটির মধ্যেই সমুদয় রহস্য নিহিত। প্রকৃতির কোলে মানুষ সর্বোচ্চ স্তরের জীব। আল্লাহ্ এক, নিরাকার। সমস্ত সৃষ্টির উপরই নূরের প্রভাব রয়েছে। নূরের প্রভাবেই সকল সৃষ্টি প্রাণবন্ত ও গতিশীল। চিরাচরিত নিয়মে মানুষ জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণ করেছে। সেখানে কোন ব্যতিক্রম নেই। জন্ম ও মৃত্যু অনেক রহস্যময়। মানুষের চিন্তা, মানুষের হাসিকান্নার মাঝে বেঁচে থাকা, মানুষের সকল হিকমত তো সৃষ্টিকর্তার সূক্ষ্ম রহস্য বটে। সত্যিই, প্রকৃতি ও এ বিশ্বজগৎ কতো রহস্যময়। পরম করুণাময় আল্লাহ্ প্রত্যেক জীবের যুগল সৃষ্টি করেছেন। পুংকেশর ও স্ত্রীকেশরের মিলনে গর্ভধারণের ফলে সৃষ্টি হয় ফলের। আমাদের অলক্ষ্যে বায়ু, পানি, কীটপতঙ্গ অনেকেই করে যাচ্ছে এ কাজ। পাহাড়, পর্বত এমনকি সকলে, নিজ নিজ প্রয়োজনে প্রাকৃতিক নিয়মে মেনে চলছে আল্লাহ্ তা'আলার এ দিকনির্দেশ।

দয়াময় আল্লাহ্ কি কৌশলে ঝিনুক থেকে মোতি সৃষ্টি করে তা সংরক্ষিত করেছেন। সমুদ্র থেকে মোতি আর 'মারজান' বের হয়-জমিনের অভ্যন্তরে কতো বিশাল সম্পদ লুকিয়ে রেখেছেন তা জানা কঠিন, রহস্যময়তা প্রচুর। কোথাও মনিমুক্তার খনি, সোনা রূপার আকর, কোথাও ইয়াকুত জমরুদের খনি, লোহা, শিলা, তামা, গন্ধক, চুনাপাথর, কয়লা-এর বিরাট সম্পদ। অতএব, প্রকৃতি চেতনায় রহস্যাবৃত পৃথিবীর মানব সভ্যতার উদ্যম স্রোতকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় দিন দিন গবেষণা চালিয়ে নতুন রহস্য আবিষ্কারের পথে সকলকে মনোনিবেশ করতে হবে এবং উদ্যোগীও হতে হবে। তাহলে, প্রকৃতি যে কত রহস্যময়-তা অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

প্রকৃতির এ মায়াময় ভুবনে রহস্য অনেক, অনেক বৈচিত্র্য। অপূর্ব মহিমা, সুন্দর নিদর্শন বিরাজমান। চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, বায়ু, পানি, আগুন, পশুপাখি, জীবজন্তু, মানব ও উদ্ভিদরাজি প্রভৃতি সৃষ্টিতে নিগূঢ় রহস্য লুক্কায়িত। মহান আল্লাহ্ এ পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে তৈরী করেছেন। মানুষের ভ্রাতৃত্ববন্ধন আরও সুদৃঢ় করবার জন্য, প্রকৃতির সবুজ সুষমায় লালিত হবার জন্য পাহাড়, নদী, গ্রাম সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "আস্মান ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্রই এবং সব কিছুকে আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।" (সূরা নিসা, ৪:১২৬)

'আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা এবং সব কিছুর কর্মবিধায়ক।' "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাঁরই নিকট। আর যারা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা যুমার, ৩৯:৬২-৬৩)

www.pathagar.com

এ সারা জাহান একটি সুন্দর গৃহ, সে বিষয়ে আমাদের চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটানো দরকার। পৃথিবীর সব আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-ভালবাসা সবকিছু সৃষ্টির আনন্দে বিকশিত। নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে অনেক মাহাত্ম্য নিহিত।

তিনি (আল্লাহ্) সুনীল আকাশের রং সৃষ্টি করেছেন। তার পুরোপুরি রহস্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও জানা নেই। তিনি এক, অদ্বিতীয়। যমীনকে আল্লাহ্ যেমন প্রয়োজন অনুযায়ী কোমল করে নির্মাণ করেছেন, তেমনি শুষ্ক ও শীতল করেছেন। আল্লাহ্র অপার কুদ্রতে তিনি কি কৌশলে মাটির ভিতর সোনার খনি সৃষ্টি করেছেন। পানির তরলতা ও সূক্ষ্মতার প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, আকাশ থেকে মাটিতে পড়া মাত্রই গাছপালা বৃক্ষের মূলে পৌঁছে। আর তা খাদ্যে পরিণত হয়। ঝড়, বৃষ্টি, নিম্নচাপ, ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রকৃতির নিদর্শন। আল্লাহ্র অসীম কুদরতের ফলে প্রকৃতিতে শৃঙ্খলা বিরাজ করছে। অগ্নিকে যেমন 'আল্লাহ্ মানুষের ব্যবহারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আগুন ব্যতীত জীবন নির্বাহের উপকরণ, খানাপিনার জন্য রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করতে পারতাম না। তেমনি সোনা, রূপা, তামা, লোহা, সীসা ও কাঠ ইত্যাদিকেও আমরা কোন কাজে লাগাতে পারতাম না। আল্লাহ্ বলেনঃ "তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা উহা দ্বারা প্রজ্বলিত কর।" (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ঃ৮০) এবং সূরা 'কাফে' আল্লাহ্ বলেনঃ "আকাশ হতে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তদ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ক শস্যরাজি।" (সূরা কাফ, ৫০:৯)

পুরুষ ও নারী এ দুশ্রেণীতে মহান আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আর তাদের মধ্যে তিনি সৃষ্টি করেছেন পরস্পর ভালবাসা ও আকর্ষণ এবং প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-ভালবাসা, মায়া-মমতা, সৌন্দর্য, অনুরাগ, অনেক সৃষ্টি সোহাগ।

পাক কুরআনে আল্লাহ্ বলেনঃ "আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান হতে" (সূরা মু'মিনূন, ২৩ঃ ১২) এবং সূরা দাহ্র বা ইন্সানে আল্লাহ্ বলেনঃ "আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করবার জন্য; এজন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।" (৭৬:২)। স্বর বা আওয়াজ শুনে লোককে চেনা যায়, আরো যেমন চিন্তে, বুঝতে পারা যায়-একজনের চেহারা দেখে। জ্ঞানের জ্যোতিতে, আল্লাহ্ মানুষকে বিকশিত করেছেন।

www.pathagar.com

আদর্শ সমাজ গঠনে ধর্মীয় নীতি ও করণীয়

ধর্ম মানুষের উপর যেসব নিয়ম-রীতি পালন ও বিধান আরোপ করে, কর্তব্য করে দেয়, তার একটা তাৎপর্য আছে। সমাজের মূলভিত্তি হচ্ছে পরিবার। পারিবারিক, সামাজিক, নাগরিক আইন-কানুন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করে চলাতেই মানুষের মুক্তি ও নিষ্কৃতি নিহিত। মানুষকে সমাজবদ্ধ জীবন-যাপন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে ইসলাম।

পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা-ইরশাদ করেনঃ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর আগুনের হাত থেকে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।" (সূরা তাহ্রীম, ৬৬:৬)

সমাজে, পরিবারে মিলে মিশে থাকার মধ্যে অনেক শান্তি, সুখ ও আনন্দ রয়েছে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা নিজেদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না। সূরা নাহল-এ আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা যা গোপন রাখ এবং যা প্রকাশ কর আল্লাহ্ তা জানেন।" (সূরা নাহল, ১৬:১৯)

"তারা যেন ভয় করে যে, অসহায় সন্তান পিছনে ছেড়ে গেলে তারাও তাদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হতো। সুতরাং তারা যেন আল্লাহ্কে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে।" (সূরা নিসা, ৪:৯)

অতএব, তাদের ভয় করা উচিত, তারা যদি অসহায় সন্তান রেখে দুনিয়া থেকে চলে যায়, তবে মৃত্যুর সময় সন্তানদের সম্পর্কে কতনা আশংকা তাদের উদ্বিগ্ন করবে। একজন অভিভাবকের হাতে তার পোষ্যদের নষ্ট হয়ে যাওয়ার পাপ, একজন দায়িত্বশীলকে কিয়ামতের দিবসে তার দায়িত্ব-পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শনের জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাওয়া, কলিজার টুকরা সন্তান-সন্ততিদেরকে নিজ হাতে ধ্বংসের হাতে তুলে দেয়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা অপরিহার্য করে দিয়েছে শান্তির ধর্ম ইসলাম। পৃথিবীতে সর্বদাই শ্রম, মেহনতের বিনিময়ে নিজের ও সন্তান-সন্ততির জীবিকা অন্বেষণকারীর সংখ্যার আধিক্য বিরাজ করছে। রহমাতুল্লীল আলামীন শ্রমজীবীদের সম্পর্কে এমনও বলেছেন, আপন সন্তান-সন্ততির ন্যায় তাদের মান-সম্মানের সাথে তত্ত্বাবধান কর এবং তাদের খেতে দেবে, যা তোমরা নিজেরা খেয়ে থাক। (মিশকাত-ইবনে-মাজাহ্)

সীমিত সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও জন্ম নিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে গভীরভাবে করে সম্পৃক্ত।

www.pathagar.com

আল্লাহ বলেছেনঃ "আকাশ রয়েছে তোমাদের রিয্ক এর উৎস ও প্রতিশ্রুত সবকিছু।" (সূরা যারিয়াত, ৫১:২২)

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মূল সমাজনীতি হল, মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্বকে উৎখাত করে এক আল্লাহ্র প্রভুত্বের ভিত্তিতে এক নয়া ব্যবস্থা কায়েম করা। বস্তুত তিনি ছিলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক। তিনশত গোত্রে বিভক্ত আরব জাতিকে তিনি সুসংগঠিত করেন। বিশৃঙ্খল জীবনধারাকে সুশৃঙ্খল সমাজ-ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করেন। রাসূলে করীম (সা)-এর অনুকরণযোগ্য সব নিয়মপদ্ধতি, নীতিকে 'সুন্নত' বলে। আল্লাহ্ তা'আলা কোন জাতির জীবনেই একবিন্দু পরিবর্তন আনেন না, যতক্ষণ না সেই জাতির লোকেরা নিজেদের জীবনে নিজেরাই পরিবর্তন আনে। ইসলাম ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনায় উন্নতশীল সৌভাগ্যবান সুখী সমাজ, ন্যায়ভিত্তিক সুবিচার ব্যবস্থা গঠনের চাবিকাঠি মাত্র। ইসলাম নর-নারীকে সমাজে সমান অধিকার দিয়েছে। এ নবুয়তী আদর্শ ও নীতি, জান-মাল ইজ্জতের স্বাধীনতার সর্বপ্রকার মানবিক অধিকারের মর্মবাণী অটুট হয়ে, মু'মিনের হৃদয়ে গাঁথা আছে। মদীনা সনদ ও 'বিদায় হজ্জের' অমোঘ বাণী আমাদের অনুশীলন ও অনুকরণীয় মহান আদর্শ। মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন, "আমি তোমাদের নিকট যা রেখে যাচ্ছি, দৃঢ়তার সাথে তা অবলম্বন করে থাকলে তোমরা কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহ্র মহান কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নত।"

পবিত্র ইসলামী শরীয়াহ সন্তানের নিরাপত্তা বিধানে মাতা-পিতার প্রতি আরোপ করেছে বিশেষ দায়িত্ব। পিতা তার পরিবার রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল এবং স্ত্রী তার সন্তান ও সম্পদের জন্য দায়িত্বশীল ও রক্ষক। তারা উভয়েই রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। মানুষের যাবতীয় কার্য নিয়মিত এক শক্তিশালী ধর্মীয় বিশ্বাসে স্বচ্ছন্দ ও গতিশীল করে তোলে। বিবাহ হচ্ছে পরিবার গঠনের এক নতুন পর্যায়, এর ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হয় সুন্দর সমাজ, বিকশিত হয় ভাবী জীবনের সুখ, শান্তি, স্থিতি ও ভালবাসা। স্থাপিত হয় ভ্রাতৃত্ব ও মমতার বন্ধন।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "হে কিতাবীগণ! তোমরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না ও আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলো না।" (সূরা নিসা, ৪:১৭১)

অতএব, কাজে কর্মে ভাল-পরামর্শ করা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত বাড়ানো দৃঢ় ঈমানের পরিচয়। সূরা 'হুজুরাতে' আল্লাহ্ বলেনঃ "মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর আর আল্লাহ্কে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।" (সূরা, ৪৯:১০)

www.pathagar.com

সমাজে সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতা ধর্মীয় নীতি। আল্লাহ্‌র হুকুম পালনের মাঝে শান্তি সুখ। সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাতে তোম নামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ হতে নিবৃত্ত না হয় তারাই জালিম।" (সূরা হুজুরাত, ৪৯:১১)

একমাত্র ঈমানের বলিষ্ঠতায় সমাজ হতে কুফরী, পাপাচার-এ অপ্রিয় কাজ দূর করা সম্ভব। আল্লাহ্‌ বলেন, " তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না।" (সূরা হুজুরাত, ৪৯:১২) আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে সমাজে সবাইকে কলহমুক্ত থেকে, সৎ পথে পারিবারিক জীবন প্রতিপালনের জন্য সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। সূরা- 'আলে ইমরান'-এ আল্লাহ্‌ বলেনঃ

"এবং তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে স্মরণ করঃ তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। (সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৩)

ইসলামী জীবনধারায় নিজ নিজ পরিবারবর্গ, আত্মীয়-স্বজনদের কল্যাণ-কামনা ও হক আদায় করা অপরিহার্য।

www.pathagar.com

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা

রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, "রাহেম" (আত্মীয়তা) আরশের সাথে লট্‌কানো আছে। আত্মীয়তার বন্ধনের সওয়াবই অন্যান্য সওয়াবের চেয়ে অধিক দ্রুত পাওয়া যায়, আত্মীয়-স্বজনকে উপেক্ষা করলে মানুষের সমাজজীবন এক অসহায় যান্ত্রিক জীবনে পরিণত হতে বাধ্য। এবং পারস্পরিক সহানুভূতি, সমবেদনা, মানবিক গুণাবলীর অস্তিত্ব রহিত হয়ে যাবে। কেননা মানুষের পারস্পরিক যে সম্পর্ক ও মমত্ববোধ, স্নেহ-ভালবাসা, তা' মহান আল্লাহ্ তা'আলার-ই অপার করুণা ও রহমত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে না।' (আল-হাদীস)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "বল, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরদের জন্য উত্তম কাজের। যা কিছু তোমরা কর না কেন আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অবহিত।" (সূরা বাকারা, ২:২১৫) "পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্য আমি উত্তরাধিকারী করেছি এবং যাদের সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তাদেরকে তাদের অংশ দেবে।" (সূরা নিসা, ৪:৩৩) 'আত্মীয়-স্বজনকে দেবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না।' (সূরা বনী ইস্‌রাঈল, ১৭: ২৬)

আল্লাহ্ নিশ্চিতভাবে ন্যায়বিচারের, ইহ্‌সানের এবং আত্মীয়-স্বজনদের অধিকার আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রয়োজন অনুযায়ী সাধ্যমত আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্য করা উচিত। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে মাতা-পিতার পরই আত্মীয়-স্বজনের স্থান।

"আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।" (সূরা নাহ্‌ল, ১৬:৯০)

আত্মীয়দের প্রতি সদ্ভাব রাখা, সুখে-দুঃখে তাদের পাশে থাকা, প্রয়োজনে অর্থ সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা প্রভৃতি সৎকাজ। যার প্রতিদান মহান আল্লাহ্ পাক এ পার্থিব জীবনেই দিয়ে থাকেন। মহানবী (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার উপজীবিকা এবং আয়ু বৃদ্ধি করতে চায়, সে যেন আত্মীয়তা রক্ষা করে চলে।"

সৎ কর্মশীল ব্যক্তিদের প্রশংসায় মহান আল্লাহ্ বলেন, '(প্রকৃত সৎ কাজ সে ব্যক্তিরই)', "যে ব্যক্তি তার অর্থ-সম্পদের প্রতি প্রীতি ও মোহ থাকা সত্ত্বেও তা আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে দেয়।"

অতএব, সবাইকে আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখা অবশ্যকর্তব্য। তাদের হক সঠিকভাবে আদায় করা উচিত। রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়দের প্রতি সদয় ও ভাল আচরণ

www.pathagar.com

করা ইসলামেরই সুমহান শিক্ষা। আত্মীয়তা বিচ্ছেদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "তিনদিনের বেশী কোন মুসলমানের পক্ষে তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ পরিত্যাগ করে থাকা বে-হালাল।" তাই, কেউ তিনদিনের উর্ধ্বে কিছুক্ষণের জন্যও সাক্ষাৎ ত্যাগ করে থাকলে এবং সে অবস্থায় মারা গেলে সে জাহান্নামে যাবে। (আহম্মদ-আবূ দাউদ)

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা সম্পর্কে রাসূলে কারীম (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার রাসূল (সা)-এর ভালবাসা পেয়ে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন তার আত্মীয়-স্বজনকে নিঃস্বার্থে অর্থ দান করে।' আত্মীয়দের অধিকার রক্ষা করলে মহান আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূল (সা) সন্তুষ্ট হন। নিজের সুখ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে সাথে আত্মীয়দের অধিকারকেও প্রাধান্য দিতে হবে। মাতা-পিতার পরই আত্মীয়দের হক আদায় করা পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের কল্যাণ বটে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "আত্মীয়তা ছিন্ন করা হলেও যে ব্যক্তি তা সংযোগ করে, কেউ বঞ্চিত করলেও যে ব্যক্তি তাকে দান করে থাকে, কেউ অত্যাচার করলেও যে ক্ষমা করে, সে ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ ফজিলত পাবে।" মহানবী (সা) আরও বলেছেন, "মিসকীনকে দান করলে একটি দানের সওয়াব পাওয়া যায়, এবং আত্মীয়কে দান করলে দু'টি দানের সওয়াব পাওয়া যায়। কোন ইবাদতের সওয়াবই আত্মীয়-স্বজনের হক প্রতিপালনের সওয়াব অপেক্ষা অধিক নয়। আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা অর্থ এই যে, যদি কোন ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে তবু তুমি তার প্রতি মিলমিশ করে থাকবে। আত্মীয় ব্যক্তি তোমাকে বঞ্চিত করলেও তুমি তাকে দান করবে, ঝগড়া-বিবাদে রত থাকলেও দানে তাকে প্রসন্ন করবে। তা উৎকৃষ্ট 'ছদকা'। তোমার প্রতি অত্যাচার করলে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দিবে।"

মূলকথা, মহানবী (সা)-এর জীবনাদর্শ ও শিক্ষাকে আমাদের অনুশীলন করতে হবে, মহান আল্লাহ্র বাণী পাক কুরআনের নির্দেশমত আমাদের আত্মীয়দের সাথে ভাল ব্যবহার অবশ্যই করা উচিত। দুনিয়ার সুখ-শান্তি অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে আমাদের যে কোন হিংসা বিদ্বেষ ভুলে; ইসলামী শরীয়তের পাবন্দী হয়ে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ায় আরও সচেতন ও আন্তরিক হওয়া উচিত।

উল্লেখ্য, হাদীসে বর্ণিত আছে, 'মানুষের প্রথম দান (সাদাকা) করা উচিত আপন দরিদ্র-পরিজনকে'। যদি তারা দরিদ্র হয়। দরিদ্রকে দান করলে একটি পুরস্কার, আত্মীয়-স্বজনকে দানে দু'টি পুরস্কার। সর্বোত্তম আচরণের মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে আত্মীয়তার সম্পর্ক ভাল রাখা মু'মিনের কাজ।

www.pathagar.com

করযে হাসানা

মহান আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় ও পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে একটি কল্যাণকর, কার্যকরী ব্যবস্থা হল 'করযে হাসানা। অভাবীদের সাময়িক অভাব মোচন ছাড়াও গরীব, পুঁজিহীন মানুষের কৃষি, বাণিজ্যিক এবং শৈল্পিক কায়কারবারের জন্য একটি বাস্তব-কার্যকর উপায়। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেনঃ "কে আছে যে আল্লাহ্‌কে দিবে উত্তম ঋণ? তা হলে তিনি বহু গুণে তাকে বৃদ্ধি করবেন তার জন্য এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।" (সূরা হাদীদ, ৫৭:১১)

অর্থাৎ আল্লাহ্ পরকালে প্রতিদান করবেন যা ইহকালের মুনাফার তুলনায় অনেক বেশী। আর তার জন্য সম্মানিত পারিশ্রমিকও রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অন্যের পাওনা পরিশোধে বিলম্ব করা অন্যায়।'(বুখারী ও মুসলিম) সাধারণত করযে হাসানা বলা হয় কোন বিত্তবান কর্তৃক কারও প্রয়োজন মেটানো ও তাকে উপকৃত করার মহৎ উদ্দেশ্যে বিনালাভে করয দেয়াকে। এ বিষয়টি নৈতিক মূল্যবোধের বিষয় হওয়ায় ঋণদাতাকে ঋণগ্রহীতার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাতে প্রতিদান নেবার সব পথ বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা, করয গ্রহীতা হয়ত এজন্য করযদাতাকে দাওয়াত করেছে কিংবা উপঢৌকন দিয়েছে যে, তাতে করযদাতা তাড়াতাড়ি তার ঋণ পরিশোধ করবার জন্য চাপ দেবে না। এরূপ অবস্থায় এটাও এক ধরনের সুদ হবে। অবশ্য আগে থেকে যদি উভয়ের মধ্যে এ ধরনের সম্পর্ক থাকে তবে তা আলাদা কথা। এ ক্ষেত্রে করয গ্রহীতার পক্ষ থেকে অসাধুতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার বিরাট আশংকা রয়েছে। এজন্য ইসলামে এ ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা বাধ্যতামূলক করা হয়নি। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার পুরস্কার ও সম্মানের উল্লেখ করে শুধু উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যথাসময়ে 'করয' পরিশোধ করা অবশ্যকর্তব্য। (আবূ দাউদ) মহানবী (সা) আরও বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন কিছু কারও কাছ থেকে গ্রহণ করেছে, আদায় না করা পর্যন্ত তার বোঝা সে ব্যক্তির উপর চেপে থাকে। (তিরমিযী) মোটকথা, 'করযে হাসানা' প্রদানকারীর সাধুতা-অসাধুতার প্রতি লক্ষ্য রেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করা তার জন্য অপরিহার্য। মূলত করয গ্রহণকারীর চারিত্রিক বলিষ্ঠতার উপরই এ ব্যবস্থাটির প্রচলন নির্ভর করে। বিনাসূদে ঋণদানকে কুরআনী পরিভাষায় বলা হয়েছে 'করযে হাসানা'। উত্তম ঋণদান। এ ঋণদানটা মূলত আল্লাহ্‌কেই দেয়া হয় বলে তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেনঃ "দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণদান করে তাদেরকে দেয়া হবে বহু গুণ বেশী এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।" (সূরা হাদীদ, ৫৭: ১৮)

www.pathagar.com

অতএব, কোন লোক আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দিতে প্রস্তুত থাকলে এবং ঋণ দিলে, তিনি তাকে বহুগুণ বৃদ্ধিসহ ফিরিয়ে দেবেন, আসলে আল্লাহ্‌ই সংকীর্ণ করেন এবং প্রশস্ত করেন। তাঁরই (আল্লাহ্‌র) দিকে তো সকলের প্রত্যাবর্তন। উল্লেখ্য যে, যথার্থতার প্রশ্নে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অপ্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণকে নিরুৎসাহিত করেছেন।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র নবী (সা) সব সময় এই দোয়া পড়তেন, 'হে আল্লাহ্! আমাকে পাপ ও ঋণ থেকে মুক্ত রেখো। জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে নবী (সা), আপনি এতো বেশীবার ঋণ থেকে মুক্তি চাচ্ছেন কেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, যখন কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়, তখন সে মিথ্যা কথা বলে এবং ওয়াদা নষ্ট করে। (বুখারী)

বস্তুত ইসলাম মানুষের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য ভোগ্য ঋণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। চুক্তিনীতি সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'যখন তোমরা নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও। গ্রহীতার উচিত সকল বিষয় স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা।" (সূরা বাকারা, ২:২৮২)

যাকাতের সপ্তম অংশ নির্দিষ্ট হয়েছে ঋণগ্রস্ত লোকদের সাহায্যার্থে। ঋণগ্রস্ত লোক সাধারণত দু'প্রকার (১) যারা নিজেদের নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজন পূরণ করার ব্যাপারে ঋণ গ্রহণ করে। এই ঋণগ্রস্ত লোক যদি নিজে ধনী না হয়, তবে তাদেরকে যাকাতের এ অংশ হতে সাহায্য করা যাবে। দ্বিতীয়ত, যেসব লোক মুসলমানদের সামষ্টিক কল্যাণে ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ঋণ গ্রহণ করে, তারা ধনী হোক নির্ধন হোক ঋণ শোধ করার পরিমাণ অর্থ যাকাতের এ অংশ হতে তাদেরকে দেয়া যেতে পারে।

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে বিনাসুদে ধনব্যবস্থা বিশেষভাবে কার্যকর ছিল। যা ছিল বায়তুলমালের একটি বিভাগ ও একটি স্থায়ী বিধান। ইসলাম যেরূপ ব্যক্তিগতভাবে বিনাসুদে ঋণ দেয়ার জন্য ইসলামী জনতাকে উৎসাহিত করেছে সেই সংগে ইসলামী রাষ্ট্রের উপরও অনুরূপ দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। জমির মালিক যদি দারিদ্র্যের কারণে তার জমি চাষ করতে অক্ষম হয়, তাহলে প্রয়োজনমত তাকে বায়তুলমাল হতে বিনাসুদে ঋণ দিতে হবে। ইসলামী অর্থনীতি সুদকে হারাম ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হয় নি। নাগরিকগণ যাতে বিনাসুদে প্রয়োজন পরিমাণ ঋণ লাভ করতে পারে তার সুষ্ঠু ও স্থায়ী ব্যবস্থাও করেছে। ইসলাম একদিকে যেমন সুদকে চিরতরে হারাম করে দিয়েছে, অপরদিকে যাকাতের অর্থ থেকে অভাবী লোকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। সুদের শর্তে ঋণ গ্রহণের কোন বাধ্যবাধকতাই অবশিষ্ট থাকতে দেয় নি। পারস্পরিক সহযোগিতায় দানের মাধ্যমে করযে হাসানা বাস্তবায়নের মন-মানসিকতা গড়ে তোলা প্রত্যেক মু'মিনের কাজ। মহান আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা অনেক উত্তম কাজ। সূরা-বাকারায় মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন।" (সূরা বাকারা, ২:২৭৬)

www.pathagar.com

সঞ্চয়ের গুরুত্ব

সঞ্চয় হচ্ছে আয় ও ব্যয়ের পার্থক্য। সংসারে খরচের পর যা থাকে সেটাই সঞ্চয়। জাতীয় সঞ্চয়ের প্রায় অর্ধেকই পারিবারিক পর্যায়ের সঞ্চয়। উপার্জিত আয়ের সব টাকা বর্তমানে ভোগ না করে এর কিছু অংশ ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেয়া উচিত। অভাব-অনটন যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, সঞ্চয় ততই কমে যাচ্ছে। এ কথা সত্য যে, যার যত আয় তত ব্যয়, কিন্তু ব্যয় বাড়ালেই শুধু চলবে না। এর মধ্যে কিছু সঞ্চয় করা আবশ্যক। গ্রামীণ সমবায়ের মাধ্যমে আয়-উপার্জন করে সহজভাবে সঞ্চয় গড়ে তোলা যায়। মহিলাদের সেলাই সুতোর কাজ, পরিবারে হাঁস-মুরগীর প্রতিপালন, বাড়ীর আঙ্গিনায় শাক-সব্জির চাষ, চারাগাছ রোপণ, গরু ছাগল প্রভৃতি পালন এবং বাঁশবেতের কাজ ইত্যাদি ছাড়াও দৈনিক রান্নাবান্নার জন্য মুষ্টি-হাড়ির চাল, মাটির ব্যাংকে খুচরা পয়সা জমাকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে সঞ্চয় গড়ে তোলা যায়। তাই, সংসারের ব্যবহৃত প্রতিটি জিনিস ভালভাবে সংরক্ষণ করা আবশ্যক। কাজের জিনিসপত্র যত্ন করে, সংরক্ষণ করেই প্রয়োজন মিটানো যায়। যেমন কাগজের ঠোঙ্গা, বাক্স, প্যাকেট, বাঁধার দড়ি, পলিথিন ব্যাগ, সিলোপিন প্যাকেট ইত্যাদি তুচ্ছ জিনিসও সংরক্ষণ করা যায়।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে জাতীয় সঞ্চয়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছে ১৯৭১ সালে। যে কোন দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ সাধারণত সঞ্চয়ের উপর নির্ভরশীল। মানুষ অতীতে নানাভাবে সঞ্চয়ের চেষ্টা করেছে। যেমন টাকা-কড়ি জমা করে বাঁশের চোঙ্গায় বা নিরাপদ স্থানে রাখতো। ইসলামে ব্যক্তি, সমষ্টি, সমাজ বা রাষ্ট্র সম্পদের মালিক হতে পারে না। সঞ্চিত অর্থ যথাযথ ব্যয় করার নির্দেশ রয়েছে, আল-কুরআনে ঘোষণা হয়েছে, "যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং উহা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।" " যেদিন জাহান্নামের আগুনে উহা উত্তপ্ত করা হবে এবং উহা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে, সেদিন বলা হবে, 'এইসব তা যা তোমরা নিজদের জন্যে পুঞ্জীভূত করতে।" (সূরা তাওবা, ৯:৩৪-৩৫)

পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছেঃ আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দাও। সর্বহারা ও পথচারীকে তার হক দাও। কিন্তু অপচয় করো না। বিশেষত বিত্তবানদেরকে তাদের অর্থে যথাযথভাবে যাকাত প্রদানের বিধান ইসলামে স্বীকৃত হয়েছে।

ইসলামী সমাজে উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চয় করে সম্পদের পাহাড় রচনা করার অধিকার কাউকে দেয় নি। কালোবাজারী, মজুদদারী, মুনাফাখোরী, সম্পদ পাচারের একমাত্র বাজার রচনা, এমনি ধরনের দুর্নীতিমূলক পন্থায় উপার্জিত অর্থে কারও অধিকার স্বীকৃত হয়নি।

www.pathagar.com

বিলাসবহুলতা, অতিরিক্ত মূল্যবান বিলাসদ্রব্যের ব্যবহার, প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য ও পানাহার মানুষের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। সঞ্চয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করলে দেশের অর্থনীতি মজবুত ও গতিশীল হয়। সুতরাং আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার কারণে সঞ্চয়ের গুরুত্ব অর্থবহ ও তাৎপর্যমণ্ডিত। বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারীভাবে সঞ্চয়ের কার্যক্রম প্রসার লাভ ঘটেছে। যেমন সঞ্চয়ী ব্যাংক দেশের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়গুলোকে একত্রিত করে লাভে বিনিয়োগ করে। গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণকে বিশেষভাবে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এ প্রকার ব্যাংক গঠন করা হয়। এসব ব্যাংক জনসাধারণের আয়ের ক্ষুদ্র সঞ্চয়গুলি সংগ্রহ করে। সঞ্চয়কে সবিশেষ গুরুত্ব দেয় বলেই ইসলাম মিতব্যয়িতাকে ফরয ও অপব্যয়কে হারাম করে দিয়েছে।

ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে ঃ

'আল্লাহ্‌র বান্দা তারাই, যারা যখন ব্যয় করে অতিরিক্ত করে না এবং কমও করে না বরং সীমার মধ্যে থাকে। 'অপব্যয় করো না, অপব্যয়ীরা হচ্ছে শয়তানের ভাই।' ব্যয় সংযমে ইসলামের শিক্ষাই হচ্ছে মিতব্যয়ের শিক্ষা। হাদীসে বলা হয়েছে, 'মিতব্যয় জীবিকার অর্ধেক।' 'লোকজনকে ভালবাসা জ্ঞানের অর্ধেক।' সুসাহিত্যিক ডাঃ লুৎফর রহমান বলেছেন ঃ মানুষ যদি হিসেবী হত তাহলে জগতের পনেরো আনা দুঃখ কমে যেত। জগতে এত দরিদ্র লোক থাকতো না।'

নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই এবং শয়তান নিজ প্রতিপালকের (রব) প্রতি কৃতঘ্ন। বস্তু বা অর্থের মালিকানার, মূলত কোন অপচয়ের অধিকার ইসলাম স্বীকার করে নি। সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য হল, সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষাদীক্ষা প্রদান, বিয়ে সম্পাদন, ব্যবসায় মূলধন প্রদান, ঘরবাড়ী মেরামত, নির্মাণ ও অন্যান্য পারিবারিক দায়িত্ব নিষ্পন্নকরণ।

জাতীয় সঞ্চয় আন্দোলনে নারীর ভূমিকা অনন্য। ব্যয় সংকোচনের মাধ্যমে সমাজকে সঞ্চয়ের ব্যাপক তৎপরতায় ও অগ্রণী ভূমিকায় এগিয়ে নিয়ে গেছে নারী সমাজ। মানুষের সভ্যতা ও অগ্রগতি সঞ্চয় থেকে উদ্ভূত। আজ বাংলাদেশে সমবায়ের মাধ্যমে সঞ্চয়ের গতিধারা এগিয়ে চলছে। যুগে যুগে সৃষ্টির গোড়া থেকে মানুষ সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত রয়েছে। সঞ্চয়ের মাধ্যমে গড়েছে পুঁজি, শস্যভাণ্ডার। এসেছে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিপ্লব। সঞ্চয় এনেছে জীবনে সচ্ছলতা। কি ব্যক্তি বা গোষ্ঠি জীবনে মিতব্যয়িতার মাধ্যমে সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। সঞ্চয় দুর্দিনের বন্ধু হিসেবে কাজ করে। প্রত্যেকের সঞ্চয়ের প্রবণতা থাকলে পারিবারিক জীবনে অবশ্যই সচ্ছলতা ফিরে আসবে। অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত চাপ, বেকারত্ব, আর্থিক দৈন্য, অসচ্ছলতা, সঞ্চয়ের গতিকে করেছে ব্যাহত। আমাদের দেশে স্বল্প সঞ্চয়ের মূল ও প্রধান কারণ হল-দারিদ্র্য। উল্লেখ্য, এদেশে

www.pathagar.com

শতকরা ৯৫% মানুষের ন্যূনতম দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ, অনেক কষ্টে পরিচালনা করতে হয়। পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি সমৃদ্ধির জন্য ব্যয় সংযম ও সঞ্চয়ের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃপণতা যেমন দূষণীয় তেমনি-অপচয় করাও দূষণীয়। সূরা 'আ'রাফ'-এ মহান আল্লাহ বলেন, "আহার করবে ও পান করবে কিন্তু অপব্যয় করবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপব্যয়কারীকে পসন্দ করেন না।" (৭:৩১)

এ আয়াতে অপব্যয়কে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। 'তাবযীর' বা অপব্যয় করলে মানুষ অভাবগ্রস্ত হয়। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেনঃ "যে ব্যক্তি ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে সে কখনো ফকীর ও অভাবগ্রস্ত হয় না।" সংসার জীবন সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য সঞ্চয় অপরিহার্য। সুখী, সুন্দর পারিবারিক জীবন গঠনের জন্য ব্যয়সহ সর্বক্ষেত্রে সংযমী হওয়া প্রয়োজন।

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে কৃষি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

ইসলামের দৃষ্টিতে কৃষক একজন সম্মানিত ব্যক্তি এবং কৃষিকাজ মহাপুণ্যের কাজ। ইসলাম যে কৃষির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে তা' পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। এ পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলা যত প্রাণী সৃষ্টি করেছেন বা করবেন তাদের সবারই খাদ্যের উপাদান তিনি এ পৃথিবীতে রেখে দিয়েছেন। চাষাবাদের মাধ্যমে এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করে এ উপাদানগুলো খুঁজে বের করা মানুষেরই কর্তব্য।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের উপকারার্থেই জমিন সৃষ্টি করেছেন। মানুষ এ জমি থেকে তাদের উপজীবিকা ভোগ করুক তা আল্লাহ্রই নির্দেশ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ "যিনি (আল্লাহ্) পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন।" অর্থাৎ তিনি পৃথিবীর সবকিছু আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। বস্তুত আল্লাহ্ই আকাশ হতে বৃষ্টিধারা নামিয়ে দিয়েছেন এবং তা দিয়ে জমিনকে জীবন্ত করে তুলেছেন। মানুষ চাষাবাদ করলে এ জমি থেকে আল্লাহ্র নিয়ামতগুলি অনায়াসে লাভ করতে পারে। উল্লেখ্য যে, কৃষিক্ষেত্রে নিয়মিত পানি সরবরাহের সুব্যবস্থা করার জন্য হযরত উমর (রা) এবং সাহাবীগণ খাল খনন এবং বাঁধ নির্মাণের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগী ছিলেন। চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ নির্ধারণ করে সেগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্যে হযরত উমর (রা) বিজিত দেশগুলিতে ভূমি জরীপের ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ্ জমির মধ্যে যে বরকত নিহিত রেখেছেন, তা কখনও শেষ হবার নয়। তিনি জমির মধ্যে উদ্ভিদের খাদ্য ও সারও নিরূপিত করে রেখেছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জমিকে ব্যবহার করলে এর অফুরন্ত নিয়ামত থেকে আমরা চিরকাল উপকৃত হতে পারি। ইসলামের দৃষ্টিকোণে গৃহপালিত পশু দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে ক্ষেতে ফসল বিনষ্ট করা একটি জঘন্য অপরাধ।

আমাদের এদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষির উপরই আমাদের অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এদেশের লোকসংখ্যার শতকরা ৮০% ভাগই গরীব কৃষক। তারা প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে চাষাবাদের আধুনিক কলাকৌশলগুলো প্রয়োগ করতে পারে না। এসব গরীব ও ক্ষুদ্র কৃষক যাতে আধুনিক উপায়ে চাষাবাদ করতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনের সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে তাদেরকে সহজ শর্তে অবশ্যই কৃষিঋণ দিতে হবে। এ ব্যাপারে কুরআন মজীদে ঘোষণা করা হয়েছেঃ "কে আছে যে আল্লাহকে দেবে উত্তম ঋণ?

www.pathagar.com

তা হলে তিনি বহু গুণে একে বৃদ্ধি করবেন তার জন্য এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।" (সূরা হাদীদ, ৫৭:১১) সুতরাং যে ব্যক্তি সৎভাবে আল্লাহ্‌কে ঋণ দেবে আল্লাহ্ তার কয়েক গুণ বেশী প্রতিদান দেবেন। আল্লাহ্‌কে সৎভাবে ঋণদান করার অর্থ অভাবগ্রস্ত ও দারিদ্র-পীড়িত লোকদের বিনাসুদে ঋণ প্রদান করা। বিনাসুদে কৃষিঋণ প্রদান করার ব্যবস্থা করলে গরীব ও ক্ষুদ্র কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদের কলাকৌশলগুলো গ্রহণে তাদের অনুপ্রাণিত করবে। এর ফলে দেশে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির বুনিয়াদ সুদৃঢ় হবে।

কৃষিকাজ একটি মহৎ পেশা। এ পেশায় নিয়োজিত থেকে নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদন করা শ্রেষ্ঠ ইবাদতও বটে। হালাল উপায়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষিকাজ উত্তম। হযরত দাউদ (আ) স্বহস্তে জমি চাষাবাদ করতেন। মাটির বুকে প্রাণী জগৎ ও উদ্ভিদ জগৎ, উভয়ের অতীব কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল-কুরআন ও হাদীসে মাটির বুকে কর্ষণ ও পরিশ্রম করে খাদ্যশস্য ও সম্পদরাজি আহরণ করার তাগিদ করা হয়েছে।

নবী করীম (সা) বলেছেন, "নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য অপেক্ষা অধিক উত্তম খাদ্য আর নেই।" (বুখারী) ইসলামী কৃষি ব্যবস্থায় পর পর তিন বছর আবাদী জমি পতিত রাখলে সে জমির উপর মালিকের কোন অধিকার থাকে না। (কিতাবুল খারাজ) অনাবাদী, অনুর্বর, মালিকবিহীন, উত্তরাধিকারবিহীন জায়গা জমি এবং যে জমিতে কেউ চাষাবাদ ও ফসল ফলাবার কাজ করে না তা ইসলামী রাষ্ট্রের উপযুক্ত লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। বন সংরক্ষণ ও গাছপালা রোপণ আজ একটি পৃথক বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। বন এবং গাছপালার উপকারিতা অপরিসীম। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নে বন সংরক্ষণ ও গাছপালা রোপণের উপরও ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। পবিত্র কুরআন বলে, 'আচ্ছা, বল দেখি এই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে কে পয়দা করেছে? আকাশ হতে বৃষ্টিধারা কে নামিয়ে দিয়েছে? সেমতে তা দ্বারা উৎপন্ন করে দিলাম সুজলা ও সুদর্শন কাননগুলোকে। তার বক্ষগুলি উপ্ত করে দেয়ার সাধ্য তো তোমাদের ছিল না।' বৈজ্ঞানিক উপায়ে জমিকে ব্যবহার করলে, সবুজ ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে জমিকে ব্যবহার করলে এর অফুরন্ত নিয়ামত হতে চিরকালই উপকৃত হতে পারি। আল্লাহ্‌র বিস্ময়কর সৃষ্টি এ মাটি। এ মাটির বুকেই আল্লাহ্‌র অসংখ্য নিয়ামত। এখানেই রয়েছে সবুজের সমারোহ, সবুজ বাংলাদেশের সোনালী ফসল, সমগ্র জমিনে ফুল ও ফসলের আঘ্রাণ। মাটির উর্বরতায় রয়েছে খাদ্যপ্রাণ। আমাদের সবুজ বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষমতার উৎস হল সুন্দর ফল ও ফসল।

www.pathagar.com

ইসলামে সবুজ বিপ্লবের জন্য সমবায় প্রথার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কৃষি, ব্যবসা, বাণিজ্য বা এ ধরনের যে কোন বিষয়ে পরস্পর একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করা সবদিক দিয়েই লাভজনক।

যারা সমবায়ের ভিত্তিতে ধর্মীয় বা পার্থিব কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য করেন। কাজেই প্রতীয়মান হয় যে, সবুজ বিপ্লব ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যাপক অগ্রগতি কোনভাবে সম্ভব নয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নতমানের ফলন পাওয়ার জন্য আধুনিক বীজ, চারাগাছের জন্য উপযুক্ত যত্ন, খাদ্য ও পরিচর্যা প্রয়োজন। মাটিতে ভাল ফসল উৎপাদনের জন্য সার প্রয়োগ অপরিহার্য। সমবায় প্রথার মাধ্যমে এ সব সংগ্রহ ও প্রয়োগ করা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদের সূরা 'আনকাবূত'-এ বলেনঃ "যে কেউ সাধনা করে, সে তো নিজের জন্যই সাধনা করে; আল্লাহ্ তো বিশ্বজগত হতে অমুখাপেক্ষী।" (২৯:৬) সুতরাং, কেউ যদি সংগ্রাম সাধনা করবে, সে তার নিজের কল্যাণ সাধনের জন্যেই করবে, আয়-উন্নতির জন্য শ্রম দেবে। ধান-পাট চাষ, শীতকালীন শাক-সব্জির চাষ, আলু-বেগুন পটল চাষ বা উচ্চ ফলনশীল জাতের গম, বাদাম, তিসি, সরিষার চাষের জন্য মাটির প্রকারভেদ পরীক্ষা বা যাচাই করে, কৃষিফলন বাড়ানোর চেষ্টা করা কৃষকেরই কর্তব্য। কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগে শস্য ফসলকে রক্ষা করার জন্য সতর্ক ও সচেষ্ট থাকতে হবেই-সবাইকে। আল্লাহ্ তা'আলাই ভূমিকে আমাদের জন্য সুগম করে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে দিক-দিগন্তে বিচরণ করে, তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ তিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তার প্রদত্ত জীবনোপকরণ থেকে আহার্য গ্রহণ কর।" (সূরা মুলক, ৬৭:১৫)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ আরও বলেনঃ "আমি উষর ভূমির উপর পানি প্রবাহিত করে উহার সাহায্যে উদ্গত করি শস্য, যা' হতে আহার্য গ্রহণ করে উহাদের আন্ 'আম এবং উহারাও।" (সূরা সাজদা, ৩২:২৭)

উল্লেখ্য যে, বর্গা প্রথার মাধ্যমে এক শ্রেণীর শ্রমবিমুখ, শোষক, আয়েশী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। তারা বিনা পরিশ্রমে, বিনা মেহনতে, কেবল জমির মালিকানার দোহাই দিয়ে, চাষীর লব্ধ উৎপন্ন ফসলের বেশীর ভাগ হাতিয়ে নেয়। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এ এক মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

রাসূলে করীম (সা) বর্গাচাষ ('মুযারা'আ')-কে তেমন সুনজরে দেখেন নি। ইরশাদ হয়েছে, 'যার কৃষিজমি আছে সে নিজেই তা চাষ করবে। এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ বা নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন খাদ্যশস্যের বিনিময়ে যেন বর্গা না দেয়।' হাদীসে এ প্রথাকে (তিনি) সুদ বলে অভিহিত করেছেন।

আবূ দাউদ (র) তাঁর সুনানে বর্ণনা করেন, 'জনৈক সাহাবী এক খণ্ড জমি চাষ করছিলেন। একদিন যখন তিনি এতে পানি দিচ্ছিলেন, সে সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাকে দেখে তিনি বললেন, জমি কার? আর চাষ করছে কে? এই সাহাবী বললেন, বীজ, শ্রম আমার আর জমি অমুকের। উৎপন্ন ফসলে আমার হবে অর্ধেক আর তার হবে অর্ধেক।

রাসূলুল্লাহ (সা) তখন ইরশাদ করলেন, তোমরা উভয়েই সুদী কারবার করছো। জমি তার মালিককে ফিরিয়ে দাও। আর তুমি তোমার খরচ নিয়ে যাও। তবে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, যে মুসলমান কৃষিকাজ করবে, ফসল ফলাবে, বৃক্ষ রোপণ করবে এবং কোন পাখি, মানুষ কিংবা জন্তু তা হতে কিছু পাবে, তা তার পক্ষ হতে দানস্বরূপ গণ্য হবে এবং সেজন্য সওয়াবও পাবে। ইচ্ছাকৃতভাবে জমি কিছুতেই অনাবাদী রাখার সুযোগ ইসলামী অর্থনীতিতে নেই। বরং জমি চাষের জন্য এতদূর হুকুম দেয়া হয়েছে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে কোন আবাদী জমি পর পর তিন বছর চাষ না করলে তা রাষ্ট্রের দখলে চলে যাবে এবং রাষ্ট্রই তা পুনরায় কৃষকদের মধ্যে বিলি বন্টন করে দেবে।

ইরশাদ হয়েছেঃ "আমি তো তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তাতে তোমাদের জীবিকারও ব্যবস্থা করেছি।" (সূরা আরাফ, ৭:১০) ইসলামের দৃষ্টিতে কৃষিকাজ নিঃসন্দেহে উত্তম পেশা এবং হালাল কাজ।

www.pathagar.com

চোরাচালান প্রতিরোধ

পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলা সব মানুষকেই সমানভাবে সম্পদ উপার্জনের অধিকারী করেন নি। আসমান যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে, সকল সম্পদের মালিক একমাত্র পরম করুণাময় মহান রাব্বুল আলামীন। ইসলাম অর্থ উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে হালাল হারামের সীমা বেঁধে দিয়েছে। এজন্য অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অসদুপায়ে অর্থ উপার্জনের অন্যতম প্রক্রিয়া হল চোরাচালান। চোরাচালান একটি অবৈধ কাজ, একটি ঘৃণ্যতম সামাজিক ব্যাধি। ব্যক্তি ও জাতীয় অগ্রগতি, সমৃদ্ধির জন্য দেশীয় পণ্য-সামগ্রী ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির সর্বস্তরে ব্যবহার নিশ্চিত করা উচিত। দুর্নীতিমুক্ত একটি সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য চোরাচালান কাজকে সর্বস্তরে ঘৃণা ও নিরুৎসাহিত করা সুনাগরিকের দায়িত্ব বটে। যেহেতু ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা ও নিষ্ঠা গড়ে তুলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, জাতীয় উন্নতি কেবল চোরাচালান প্রতিরোধ করেই সম্ভব।

চোরাচালান প্রতিহত করার জন্য জাতীয়ভাবে সামাজিক সচেতনতা, মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন। দেশের উৎপাদিত সম্পদ পাচার ও অন্য রাষ্ট্রের সম্পদ অবৈধভাবে, চোরাই পথে আমদানী কঠোরভাবে বন্ধ করতে আইনের শাসনকে অবশ্যই কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে হবে। সমাজের কতিপয় অসাধু ব্যক্তির মাধ্যমে চোরাচালান পথে মালামাল আসার ফলে স্ব-নির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলা প্রতিনিয়ত বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। অসৎ কিছু লোক সীমান্ত পথে গোপনে চোরাচালান কাজকে উৎসাহিত করে। অধিক মুনাফা লুটের আশায় এ জঘন্য কাজ করে থাকে। তাদের চিহ্নিত করে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতে হবে।

পশু সম্পদ ছাড়াও কাঁচামাল, বিদেশী পণ্য সামগ্রী ঔষধ, যন্ত্রপাতি, স্বর্ণ রৌপ্য, বস্ত্র-সুতা, তৈল, চিনি, বাসন-কোসন, কাঠ, সাইকেল ও সাইকেলের যন্ত্রাংশ, কাপড়-চোপড়, কারেন্ট জাল পর্যন্ত চোরাচালানের মাধ্যমে আসে। সেই সঙ্গে আসে মাদক দ্রব্য ও মারাত্মক মারণাস্ত্র। অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য গণজাগরণের মাধ্যমে চোরাচালানকে প্রতিরোধ করা অপরিহার্য।

হযরত আবূ সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ 'সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ীদের স্থান হবে নবীগণ, সত্যবাদীগণ ও শহীদগণের সাথে।' কেননা সৎ ব্যবসা-বাণিজ্য করাও বড় গুণ। সৎভাবে আয় উপার্জন করা মু'মিনের কাজ।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেনঃ কোন ব্যক্তি যদি অবৈধ পন্থায় হারাম মাল লাভ করে, সাদাকা করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না তাই, হালাল উপায়ে উপার্জন করা ফরয, অবৈধভাবে উপার্জন করা হারাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হালাল হারাম বুঝে জীবন ও জীবিকা প্রতিপালন সৎ ব্যবসা করা আবশ্যক। নবীজী (সা) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী।'

এদেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য অবৈধ অসৎ কারবারের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জঘন্য শিকার। জাতীয় অর্থনীতির সবচেয়ে বড় শত্রু চোরাচালান। চোরাচালানের ফলে উৎপাদন সেক্টরে শুধু মন্দা গতিই নয়; বেশ অচলাবস্থারও সৃষ্টি হচ্ছে। চোরাচালানের মত এ ঘৃণিত কাজকে সমাজ থেকে দূরীভূত ও নির্মূল করার জন্য সৎ ব্যবসায়ী, জ্ঞানীগুণী, বুদ্ধিজীবী, যুবক-তরুণ, আপামর জনসাধারণকে সদা সতর্ক থাকতে হবে। নচেৎ তা দূর করা কোনভাবেই সম্ভব হবে না। সীমান্ত এলাকাগুলোতে চোরাচালান বিরোধী অভিযানে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করে কাজটি জোরদার করা যুক্তিসংগত হবে। সীমান্ত এলাকায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে স্থানীয় সুধিগণের সমন্বয় সহযোগিতা আরও জোরদার হওয়া আবশ্যক। চোরাচালানীরা প্রায়শ তাদের রুট ও কৌশল পরিবর্তন করতে চেষ্টা চালায়। তাও আবিষ্কার করে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন। বিদেশী পণ্যসামগ্রী হাট-বাজারে অবৈধভাবে বিক্রি হয়। এ কাজ প্রতিহত করার জন্য যথোপযুক্ত কৌশল অবলম্বন করা উচিত।

দেশের সম্পদ দেশে ব্যবহার ও বেচাকেনা করলে অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে। সীমান্ত অঞ্চলে দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ, সেবকগণ যদি ইসলামের সুমহান ভ্রাতৃত্ববোধ ও দেশপ্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সৎ জীবন এবং কর্তব্য পালনে রত থাকেন তাহলে জনসমর্থনের মাধ্যমে চোরাচালান সমস্যার অনেকটা সমাধান হবে। এ জন্য সার্বক্ষণিক সতর্কতা, অব্যাহত অভিযান কার্যকরী করার উদ্যোগ নেয়া দরকার। কারণ দেশকে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ, যেহেতু অবৈধ পদ্ধতিতে ব্যবসা করা 'জায়েয' নেই, সমাজদেহে প্রাণশক্তির সঞ্চার করতে হলে বুদ্ধি ও প্রচেষ্টার দ্বারা স্বাধীন পেশায় সকলকে চোরাচালান রোধে আত্মনিয়োগ করতে হবে। সমাজের এই অনাচারমূলক কাজকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজন অধিক মনোবল। লোভ-লালসার উর্ধ্বে থেকে চোরাচালান প্রতিরোধ অভিযান ও আন্দোলনে সকলকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। জাতীয় ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে তা অবশ্যই করণীয়। নিরক্ষরতা ও বেকারত্বের অভিশাপকে সমাজ থেকে দূর করতে হলে চোরাকারবারীর মতো দুর্নীতিকে সমূলে সমাজ থেকে উচ্ছেদ করার বিশেষ

www.pathagar.com

পরিকল্পনার দরকার। ইউনিয়ন, উপজেলা, থানা পর্যায় ও জেলা ভিত্তিক উন্নয়ন সমন্বয় সম্পর্কিত মাসিক প্রতিবেদন, পরিসংখ্যান তৈরীসহ চোরাচালানের তথ্যভিত্তিক জরীপ প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য প্রশাসন, সংস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। ইসলামের দৃষ্টিতে অবমাননাকর কাজ এই চোরাচালানের তৎপরতা বন্ধ করার জন্য ও প্রতিরোধের জন্য সমাজের সকল স্তরের সমন্বয় সহযোগিতা প্রয়োজন বটে। রাসূলে করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় তিনি নিজে যে সকল ব্যবসা বাণিজ্যে লেনদেন করেছেন এবং সাহাবীগণকে যেভাবে করতে বলেছেন, সেগুলো ইসলামী অর্থনীতির মানদণ্ড ও রূপরেখা হিসেবে প্রশংসনীয়, উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নবীজী (সা) বলেন, 'অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ থেকে কোন প্রকার 'সাদকা' কবুল হয় না।'

অবৈধ উপায়ে বিত্তবান, সম্পদশালী হওয়া পরিণামে দুর্ভোগ বয়ে আনে। পুণ্য, মহৎ ও সৎকাজে সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ, শৃঙ্খলা গড়ে উঠে। পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দেবে; তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই তাদের কর্মের জন্য পাবে বহুগুণ পুরস্কার; আর তারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।" (সূরা সাবা, ৩৪:৩৭) দেশে, সমাজে শান্তি, সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য দিনদিন চোরাচালান বিরোধী অভিযান আরও জোরদার হবে-তা সবারই প্রত্যাশা।

www.pathagar.com

সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা

ইসলাম একটি সুশৃঙ্খল, সুন্দর ও শান্তির ধর্ম। ইসলামে সন্ত্রাস ও জুলুমের কোন স্থান নেই। নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকে সমাজ, গোষ্ঠী ও পরিবারকে রক্ষার জন্য পবিত্র কুরআন হাদীসের সঠিক জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। কোন কাজে সীমালংঘন, অরাজকতা সৃষ্টি, অন্যায় বিরুদ্ধাচরণ, সন্ত্রাস-বিশৃঙ্খলা ও রাহাজানি সৃষ্টি জঘন্যতম অপরাধ। আইয়্যামে জাহিলিয়াতের সমাজব্যবস্থায় মানুষ অতীব বর্বর ও নৃশংস ছিল। আল্লাহ্ কুরআন মজীদে ফরমিয়েছেনঃ "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।" (সূরা তাওবা, ৯:১১৯) পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ বলেন, আমি শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করব কাফেরগণের ও আল্লাহ্র পথে বাধাদানকারীদের; কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করতো।

অতএব, পরস্পরের ঝগড়া, মতবিরোধ ঘটলে একজন অন্যজনের বিবাদ মিটিয়ে দেবে। বিরোধের ন্যায়সংগত মীমাংসাও করে দেবে এবং তোমাদের পরস্পরের ব্যাপার ফয়সালা কর। যেমন, সূরা হুজুরাতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ মু'মিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে; আর তাদের এক দল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে- যদি তারা ফিরে আসে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা, হুজুরাত ৪৯:৯)

সাধারণত অবিশ্বাস, সংশয়, প্রতিহিংসা, মুনাফিকী, বেঈমানী ও অনৈক্য থেকে বিশৃঙ্খলার জন্ম নেয়, যা ব্যক্তি ও জাতিকে ধ্বংস করতে পারে। সমাজে, গোত্রে, রাষ্ট্রে সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা ঘটানো জঘন্যতম নিকৃষ্ট ও হীনম্মন্য কাজ। ইসলামী জীবনধারায় আল্লাহ্র বিধানকে পূর্ণভাবে মেনে চলার বিধান রয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা) কখনও কারও প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হন নি। কেউ অবৈধ কাজ করলে তিনি তার সাজা দিতেন, কিন্তু কখনও প্রতিহিংসাপরায়ণ হতেন না। আজ মুসলিম জাহান ও সমাজে অশান্তি, হিংসা, সন্ত্রাসের দাবানল ছড়িয়ে আছে। যুদ্ধ, হামলা, নিপীড়ন, কলহ-বিভেদ, অস্থিরতা শরীয়তের পরিপন্থী কাজ। সন্ত্রাসের মতো এ ঘৃণ্য, শেরেকী কাজে জড়িত হয়ে মানুষ চরিত্রকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়। সুশিক্ষার অভাব, পিতামাতা গুরুজনের প্রতি অবাধ্যতাই এর মূল কারণ। ইসলাম সবাইকে বর্বরতা ও জুলুম হতে দূরে থাকতে বলে। পবিত্র কুরআনের সূরা নহল-এ বর্ণিত আছেঃ "এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা,

www.pathagar.com

অসৎ কার্য ও সীমালংঘন।" (১৬:৯০) কিন্তু জালিমরা, তাদের জন্যই তো তিনি রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

সূরা 'ইউনুস'-এ আল্লাহ্ বলেন ঃ "আমি বনী ইস্রাঈলকে সমুদ্র পার করালাম এবং ফিরআওন ও তার সৈন্যবাহিনী ঔদ্ধত্য সহকারে সীমালংঘন করে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। পরিশেষে যখন সে নিমজ্জমান হল তখন বলল, 'আমি বিশ্বাস করলাম বনী ইস্রাঈল যাঁতে বিশ্বাস করে তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা ইউনুস, ১০:৯০)

আল্লাহ্ অবশ্যই অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সফল করেন না। অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ্ তাঁর বাণী অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।"(সূরা ইউনুস, ১০:৮১-৮২) পাক কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ " তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩:১১০)

মহানবী (সা) বলেছেন, সত্যই ইসরাঈল বংশধরগণ বাহাত্তরটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়েছিল এবং আমার উম্মতগণ তিহাত্তরটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে একটি ছাড়া বাকী প্রত্যেকটির বিনাশ ঘটবে। সহচরগণ প্রশ্ন করলেন, তা কোন্টি? তিনি বললেন, আমার ও আমার প্রিয়জনদের স্বীকৃত মতাদর্শের অনুগামী দল।

পরম করুণাময় আল্লাহ্ বলেন, আদম সন্তানের হেদায়েতের জন্য আমি আমার নূহ (নবী) (আ)-কে প্রেরণ করেছিলাম। তখন সমাজের নেতৃস্থানীয়রা তাঁর প্রতি বিদ্রূপ করতে শুরু করে' আমি এক অবিশ্বাস্য রূপ বন্যার কবলে পতিত করে ঐ জাতিকে ধ্বংস করে দেই। সূরা 'নূহ'-এর ২৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ "তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে তাদেরকে দাখিল করা হয়েছিল অগ্নিতে, অতঃপর তারা কাউকেও আল্লাহ্র মুকাবিলায় পায়নি সাহায্যকারী।" (সূরা নূহ, ৭১:২৫) অতএব সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা করে আল্লাহ্র গজব ও শাস্তি হতে কেউ রক্ষা পাবে না। উল্লেখ্য যে, 'হুদ'-এর জাতির বিরুদ্ধাচরণের জন্য তিনি প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় দ্বারা তাদের ধ্বংস করে দেন।

যারা সমাজে গর্হিত অন্যায় কাজের দ্বারা মানুষকে কষ্ট দেয়, নির্যাতন করে, তাদের জন্য কঠিন আযাব নির্ধারিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, ' যে কাজ বিপদগামী করে তা পরিহার কর।' ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, প্রতিহিংসা, লোভ-লালসা ক্রোধের দাবানল থেকে পাশবিক বৃত্তি সন্ত্রাসের উৎপত্তি। তাই সৎকাজে উৎসাহ দান ও অন্যায়, গর্হিত কাজে বাধা দেয়া মানুষের কর্তব্য। স্বার্থের হানাহানি, দ্বন্দ্ব-সংঘাতে মেতে পশুত্বের তাণ্ডব লীলাকাণ্ড ঘটানো ও সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা মারাত্মক

www.pathagar.com

অন্যায়, অপরাধ আনুগত্যহীন জীবন সম্পূর্ণ অসহায় ও বিশৃঙ্খল জীবন। তাই আল্লাহ্ বলেন 'পৃথিবীতে অশান্তি (বিপর্যয়) সৃষ্টি করে বেড়াইও না (হুদঃ ৮৫), ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায় (সূরা বাকারাঃ ২১৭) অনর্থক অশান্তি সৃষ্টি করা জঘন্যতর পাপ ও অমার্জনীয় অপরাধ। নিয়ম-শৃঙ্খলা মানুষকে আনুগত্য শিক্ষা দেয়। মহানবী (সা) বলেন, ' সে ব্যক্তি প্রকৃত মুসলিম, যার হাত ও জিহ্বা হতে অন্য মুসলিম রেহাই পায়। তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ কোনো মন্দ কাজ দেখে তাহলে তার উচিত তার হাতে প্রতিহত করা, যদি তা না পারে (অর্থাৎ শক্তি দ্বারা) তাহলে তার মুখের কথার দ্বারা প্রতিহত করা আর (যদি তাও না পারে) তাহলে তার অন্তরের দ্বারা প্রতিহত করা। আর এটা হচ্ছে দুর্বলতর ঈমান।' (মুসলিম) এ হাদীসের মর্মার্থ এই যে, অন্যায়, অসৎ ও গর্হিত কাজের প্রতিরোধ করা মু'মিনের কাজ। সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণে সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজে নিষেধকরণ; এ কথা কার্যকর করা উচিত।

পবিত্র কুরআনে সূরা হূদ-এ আল্লাহ্ বলেন, "সাবধান! আল্লাহ্র লা'নত যালিমদের উপর। (১১:১৮) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (রা) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার উপর জুলুম করবে না এবং তাকে যালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। (বুখারী শরীফ, চতুর্থ খণ্ড, ২২৮০, যুল্ম ও কিসাস)

রাসূলে করীম (সা) আরও বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ক্ষমতাসীনের নির্দেশের বিরোধিতা করে, বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, জনসাধারণের একতার ভাঙ্গন সৃষ্টি করে এবং এমতাবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে, তার মৃত্যু অন্ধকার যুগের মৃত্যুর ন্যায়।' সমাজে, পরিবারে সুষ্ঠু সুশৃঙ্খল নিয়মকানুনের অনুপস্থিতি জাতির পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর।

সূরা বাকারায় আল্লাহ্ বলেন, "হাঁ, যারা পাপ কাজ করে এবং যাদের পাপরাশি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।" (২:৮১)

আল্লাহ্ মিথ্যাবাদীকে ভালবাসেন না। মিথ্যাবাদী, বিরুদ্ধাচরণকারী, জুলুমকারী, অসৎ ব্যক্তি আল্লাহ্র দুশ্মন।

পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজে বসবাস না করার জন্য পবিত্র কুরআনে নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (আলে ইমরানঃ ১০৩)

সুতরাং সমাজে সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা, গর্হিত পাপাচারের কাজ। আমাদের সকলকে সচেষ্ট হতে হবে সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে দূর করে একটি শান্তিময়, সুশৃঙ্খল সমাজ প্রতিষ্ঠা করার।

www.pathagar.com

সুখী পরিবার ঃ ইসলাম

মানুষ সামাজিক শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে পরিবার-পরিজন সন্তান-সন্ততি নিয়ে বাস করে। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানব জাতির প্রথম পরিবার কাঠামো গড়ে উঠেছিল হযরত আদম ও বিবি হাওয়াকে কেন্দ্র করে। পরিবারবিহীন মানুষ পালবিহীন, নোঙ্গরহীন নৌকার মত।

পৃথিবীতে অনেক সভ্যতার জন্ম হয়েছে। নানা সভ্যতা, সংস্কৃতির উজ্জীবনও ঘটেছে। আবার সমাজ ও পারিবারিক জীবনেও নেমে এসেছে অনেক পরিবর্তন। ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে অনেক আদিম জাতি। বংশপরম্পরায় নানা গোত্রে বিভক্ত হয়েছে এক-একটি পরিবার। প্রাচীনকালে নামমাত্র সম্পর্ক স্থাপনের মাঝেও বহু ব্যক্তি এক-একটি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে পারত। মদ্যপান, নেশা, জুয়া, আড্ডা ছিল বৈশিষ্ট্য। চরিত্র ছিল কলুষিত। রোমান সভ্যতায় দেখা যায়, জন্তু-জানোয়ারকেও কোন কোন পরিবারের অংশ বলে গণ্য করা হত।

অতএব, এ দেশের সমাজজীবনে সুন্দরভাবে বসবাসের উপযোগী পরিবেশ গঠনের জন্য সুবিন্যস্ত পরিবার গড়ে তোলা অপরিহার্য।

আর্থিক ও বৈষয়িক আয় উন্নতি, মানবিক ও নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য পরিবার হচ্ছে একটি মাধ্যম। বিলাসবহুল জীবনযাপন, সুখ-শান্তিতে বেঁচে থাকার আশ্রয়স্থল। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও তৃপ্তি লাভের জন্য পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব অধিক। সম্পদের সুষ্ঠু সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে সমাজ থেকে যে কোন অত্যাচার, অনাচার ও ব্যভিচার দূর করা সম্ভব। অপকর্মের দুর্নীতির-অনুপ্রবেশ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে, তাহলে একটি সুন্দর পারিবারিক ও সুখী জীবন গড়ে উঠবে। জীবনের সাথে সুশীল সমাজের পরিবেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পরিকল্পিত পরিবার সুস্থ নাগরিক জীবনের জয়যাত্রা ও কর্মপ্রবাহ গতিশীল করে।

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিয়ের সুদৃঢ় বন্ধনই দৃঢ় মায়া-মমতা ভালবাসার সূত্র বলে চিহ্নিত। পরিবার আমাদের জীবনের মায়া-মোহ, অনাবিল আনন্দ-বেদনা, সাফল্য শিক্ষা জ্ঞানশক্তির কেন্দ্রস্থল এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা স্ফুরণের, বিকাশের বৃত্ত।

একটি সুখী সমাজে মানুষের মাঝে ত্যাগ, সেবাযত্নের ভাল পরিবেশ অঙ্কুরিত হয়, এমন কি একটি সুখী জীবনেও মাতৃ-স্নেহ, বাৎসল্য-প্রেম, মাতাপিতার স্নেহাদর জীবনকে কুসুমাস্তীর্ণ করে।

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য

www.pathagar.com

হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং আন'আমের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন আন'আমের জোড়া, এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা শূরা, ৪২:১১)

ভ্রাতৃত্ববন্ধনের জন্য পরিবার গঠিত হয়, বিভিন্ন বংশের লোকের মাঝে পারিবারিক সমন্বয় সাধনে, আত্মীয়তার বন্ধন, একান্নভুক্ত পরিবার গঠনের জন্য সচেষ্ট হওয়া ভাল।

ইসলামী সমাজবিজ্ঞানীর মতে, পরিবার ও পারিবারিক জীবনব্যবস্থা হচ্ছে সমাজ জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর। স্বাস্থ্য পরিচর্যা, আয়ু-বৃদ্ধিকরণ, সুস্বাস্থ্য গঠনের জন্য এবং জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন তথা নৈতিক অবক্ষয় রোধের জন্য বিবাহিত ও পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব সবার জন্য স্বীকৃত। সমাজে অবস্থানকালে মানুষের চরিত্র সংরক্ষণ, ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টি, মূল্যবোধের প্রসার, পবিত্রতা রক্ষা, সতীত্বের হেফাজত হচ্ছে নৈতিক চেতনার বিকাশ ও সামাজিক দিগন্ত উন্মোচনের হাতিয়ার।

পারিবারিক জীবনকে সহজ, সরল, অনাড়ম্বর করে তোলার জন্য ইসলামী শিক্ষাই প্রয়োজন। প্রত্যেক পরিবারে সৎ, নিষ্ঠাবান ও দায়িত্বশীল পিতা-মাতার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী জিন্দেগীতে আত্মোন্নতি ও সুন্দর মানসিকতা জাগরণে সৃষ্টির রহস্যকে আবিষ্কার করা প্রয়োজন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ "তিনিই তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য দীর্ঘ ও স্বল্পকালীন বাসস্থান রয়েছে।" (সূরা আন্'আম ৬:৯৮) "এবং যিনি সকল প্রকারের জোড়া যুগল সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও আন'আম যাতে তোমরা আরোহণ কর।" (সূরা যুখরুফ, ৪৩:১২)

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের প্রচেষ্টার ফলেই একটি পরিবার শিক্ষাদীক্ষায় ধর্মীয় জ্ঞানে গুণান্বিত হয়। ছেলে-মেয়েদের ভাল আখ্লাক গঠনের জন্য মায়ের আদেশ-উপদেশ, পিতার যত্ন, নির্দেশনা সন্তান-সন্ততিকে উন্নতজীবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সন্তানের চরিত্র গঠন এবং নৈতিক কার্যকলাপের দিকে লক্ষ্য রাখা মায়ের একার পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাই, পারিবারিক জীবনে উভয়কেই হতে হবে যত্নশীল। আমাদের আদর্শ হচ্ছে, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর গড়া ইসলামী সমাজ ও পরিবার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন। ন্যায়নীতি, পরোপকার, সেবা ও সংযম সাধনায় কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হোক আমাদের এ গুরুত্বপূর্ণ পরিবার ও সামাজিক জীবন।

পারিবারিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান দুটো দিকের কাজ হল 'অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানো' এবং মানব বংশের ভবিষ্যত রক্ষা বা প্রতিপালন। জনৈক ব্যক্তি রাসূলে করীম (সা)-এর কাছে এসে বলল যে, তার পরিবার প্রতিপালন করার মত কোন সংগতি নেই,

www.pathagar.com

কিন্তু জৈবিক প্রয়োজন আছে। তা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে রোযা রাখতে উপদেশ দিলেন। কুরআন মজীদেও এ ক্ষেত্রে চরিত্রকে নিষ্কলুষ ও পবিত্র রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (২৪: ৩৩) স্ত্রী-পরিজন সবাইকে ভালভাবে ভরণ-পোষণ করতে না পারলে ও প্রতিপালনের সঙ্গতি ও দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষমতা অর্জন করতে না পারলে এ বোঝা মাথায় নেবার উপদেশ মহানবী (সা) দেন নি। পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণের শক্তি-সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও কোন দায়িত্ব গ্রহণ বিশেষ অন্যায়ের শামিল। দায়িত্ব গ্রহণের শক্তি না থাকলেও নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার ইসলাম স্বীকৃতি দেয়। জানা যায়, 'আযল' পদ্ধতির মাধ্যমে গর্ভনিয়ন্ত্রণ করা ছিল-সে-সমাজে একটি ভাল পদ্ধতি। যে দেশে, যে সমাজে কোন পারিবারিক জীবন নেই, সেখানে নেই কোন শৃঙ্খলা, সমাজে নেই শান্তি, নেই পবিত্রতা। যেখানে চরিত্রহীনতা, উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা বিরাজমান, ভবিষ্যত সমাজ গঠনে সেখানে রয়েছে বহু বাধা-বিপত্তি। ভবিষ্যত বংশধরকে উপযুক্ত পরিবেশে লালন-পালনের জন্য আমরা চাই সুন্দর, সুখী পারিবারিক জীবন আর অর্থনৈতিক মুক্তি।

চরিত্রই মনুষ্যত্ব। যে ব্যক্তি চোখের দৃষ্টিকে অবাধ, উন্মুক্ত ও সর্বগামী করে, সে নিজেকে নৈতিক পতন ও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। জন্মের সময় শিশু বড় অসহায়। সেবাযত্ন, ত্যাগ দ্বারা তাকে বড় করে তুলতে হয়। দিতে হয় সুন্দর বসবাস ও থাকা-খাওয়া, সুশিক্ষার মনোরম পরিবেশ। জানাতে, শেখাতে হয় দেশ-বিদেশের সংবাদ। সেবা-পরিচর্যার মধ্যে বড় হয়ে দেশ, সমাজ, পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করে সে। জ্ঞান অর্জন ও খাওয়া-পরার সমান অধিকার সব শিশুরই আছে, এজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত দিক-নির্দেশনা। পরিবারে মৌলিক শিক্ষার, মৌলিক অধিকারের সুব্যবস্থা সবারই রয়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আহার, বাসস্থান পারিবারিক জীবন পরিচর্যায় উন্মুক্ত। প্রতিপালনের মধ্য দিয়েই শিশুরা সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠে।

পরিবার পরিকল্পনার বিষয়টিও আমাদের গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখতে হবে। ইসলামী চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইব্নে সিনা, আল রাযী, আবূ বকর ইবনে মুহাম্মদ যাকারিয়া, গিয়াস ইবনে মুহাম্মদ আল-মুজতাতির-আল-ইসরাহানীর মিরাত আল-সাহাত গ্রন্থে জুবাইর-এর 'আক্‌খা-খাম' এবং ইসহাক আল-ইসরাইলির কিতাব, আল-আদ্‌রিয়া প্রভৃতি গ্রন্থে জন্ম নিরোধের নানা দিকের উপর বিশেষ আলোচনা আছে। এসব যুক্তি আজ ভাবনার বিষয়। আরবদেশে তখন অর্থাৎ মহানবী (সা)-এর যুগে, গর্ভ-নিরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'দারিদ্র্য মানুষকে কুফরের পথে নিয়ে যায়'। ইসলামে দারিদ্র্যের স্থান নেই। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে বিশেষ পরিকল্পনাসহ সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনে পরিবারকে দুর্গের সাথে তুলনা করা হয়েছে। পরিকল্পিত

www.pathagar.com

পরিবার নৈতিক অবক্ষয় রোধে সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠার সহায়ক। স্বাবলম্বী, সুবিন্যস্ত, স্বনির্ভর পরিবারই আদর্শ ও সুখী পরিবার।

সংযম, সাধনা ও ত্যাগের, পরিশ্রমের আর সহিষ্ণুতার মাধ্যমে আমাদের সবারই সুখী সুন্দর পারিবারিক জীবন গঠন করা আবশ্যক। স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি নিয়ে পরিবার। আমাদের আগ্রহ, ঔৎসুক্য ও আনন্দ উৎফুল্লতার কেন্দ্রস্থল ও সুস্থ মন-মানস, আকাঙ্ক্ষিত সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠার সহায়ক। মহান আল্লাহ্ রিযিকের মালিক, সবার রিযিকদাতা, তিনি সকলের সৃষ্টিকর্তা, মহান দয়ালু, দয়াময় রাহমানুর রাহীম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেনঃ "আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্, তিনি তো সর্বোৎকৃষ্ট রিযিকদাতা।" (সূরা হজ্জ, ২২:৫৮)

সূরা কাসাস-এ আল্লাহ্ বলেনঃ "আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রিযিক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন।" (২৮:৮২)

ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পরিবার। সুপরিকল্পিত জীবনযাপন গড়ে তোলার জন্যেই মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলগণের মাধ্যমে মানবকুলকে ধর্মীয় বিধান দান করেছেন। সুন্দর পরিকল্পনা ও নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে মানব জাতি ও বিশ্বপ্রকৃতির মহা-রহস্য বিরাজমান। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেনঃ "আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।" (সূরা-কামার, ৫৪:৪৯)

পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি সহানুভূতি সৃষ্টির লক্ষ্যে মহান আল্লাহ্ তা'আলা দাম্পত্য জীবন উপহার দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, যাদের বিয়ের আর্থিক সামর্থ্য নেই, আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাব মুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে। ইসলাম অনুমোদিত দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলার সাথে সাথে বৃহৎ কল্যাণের জন্য পরিকল্পিত পরিবার গঠন করা স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই অপরিসীম দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ্ বলেছেন, 'তোমরা স্ত্রীদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করবে।' পরিকল্পনা অনুযায়ী সন্তানদের আহার, পরিধেয় বস্ত্র, জীবনের উন্নতির জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক। সূরা বাকারায় আল্লাহ্ বলেনঃ " যে স্তন্যপানকাল পূর্ণ করতে চায় তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্য পান করাবে। জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা।" (সূরা বাকারা, ২: ২৩৩)

আল্লাহ্ বলেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহ্র কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক সাবধানী।

সন্তান উৎপাদন এবং বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা বিবাহের শর্ত মোতাবেক হওয়া উচিত। ইসলামী জীবনাচরণ মানুষকে সুখী করে তোলে। মা ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে জন্ম শাসনের পরামর্শ ও সমর্থন ইসলামী শরীয়তে রয়েছে। স্তন্য দানকালে মা গর্ভবতী হলে

www.pathagar.com

বুকের দুধ শুকিয়ে যাবার আশঙ্কায়, শরীয়তের বিধানমতে নিয়ন্ত্রণ বিবেচনা করা হয়েছে। সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রথম ধাপ পরিবার সমষ্টি। অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠলে সে সমাজ হয় বিশৃঙ্খল। ইসলাম-বাল্যবিবাহের দৃষ্টান্ত নস্যাৎ করেছে। ইসলামের প্রথম দিকে জন্ম-শাসনের ক্ষেত্রে আযল-প্রথা অন্যতম। অনেক সাহাবা আযল করতেন। পবিত্র কুরআনে স্বামীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, "তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।" প্রত্যেক মাতাপিতা ও পরিবার-প্রধানদের তাদের সন্তান-সন্ততিকে মহানবী (সা)-এর আদর্শে গড়ে তোলার নির্দেশ রয়েছে। গর্ভাবস্থা ও প্রসবকালীন সময়ে দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা হারিয়ে যায়। তখন পরিবারের অনেক কর্তব্য পুরুষদের উপর বর্তায় এবং পুরুষের উপর তারা নির্ভরশীল হয় বেশী। পরিকল্পনাবিহীনভাবে দুর্বল সন্তানদের প্রকৃতির কোলে ছেড়ে দেয়া কখনও উচিত নয়। 'পরিবার মূলত নারী ও পুরুষের সম্মিলিত ও পরস্পরের সমান অধিকার সম্পন্ন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।'

www.pathagar.com

নারীর মর্যাদা

বিশ্বসভ্যতায় ইসলাম নারী জাতিকে বিশেষ সম্মান দান করেছে। ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকার পুরুষের সমান। হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য বিদ্যা অর্জন করা কর্তব্য।' ইসলাম নারীকে সাম্য-সহিষ্ণুতা ও পরম মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে। কোন অবহেলা, অনাদর বা কোন অবজ্ঞা করেনি। আজকালকার যুগের পরিবর্তনশীল পরিবেশে, সমাজকে, পরিবারকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য নারীর শ্রম, সেবা-যত্ন, মনন ও কর্ম এদেশের সামাজিক পরিবেশ ও বৈশিষ্ট্যকে করেছে বলিষ্ঠ। দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, সান্ত্বনা-সোহাগে নারী শান্ত, প্রেমময়, মোহিনী শক্তি। সৎ, বিনয়ী, কোমল প্রাণা নারীর বন্ধুসুলভ আচরণ সমাজের স্বাধীন, মুক্ত-চিন্তার বিস্তার ও সংস্কৃতির বিকাশ করে তুলে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয়। আবেগ ও সহানুভূতিতে যুক্তির সমর্থনে নারীমন সংবেদনশীল।

সহনশীল নারী, প্রকৃতির মায়াময় ভুবনে চিন্তার জগতে করেছে মনন, মানসিকতার সুন্দর বিকাশ। নারীসমাজ আজ সম্মানের আসনে উপবিষ্ট। নারী সম্মান, মন-মানস, শিক্ষা-দীক্ষায় প্রগতিমুখী। সাধারণত এদেশের নারী সমাজ আল্লাহভীরু, ত্যাগী, ধৈর্যশীলা ও পরিশ্রমী। ধর্মের প্রতি অগাধ ভক্তি ও অনুরাগে উদ্ভাসিত। সংসার জীবনের উন্নতি, শান্তি-সুখের জন্য নারী সর্বদা কর্মতৎপর ও নিবেদিত প্রাণ। ইসলামী কৃষ্টি-সভ্যতায় নারী সমাজ উপেক্ষিত নয়, বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ "তোমাদের মধ্যে উত্তম তারা, যারা নিজেদের স্ত্রীদের জন্য উত্তম।"

সূরা 'নিসায়' আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে জীবন যাপন করবে।" (৪:১৯) এক সময় নারী পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল, তখন নারীকে পুরুষের দাসী হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে প্রাচীন আরবরা নারীকে 'অমঙ্গলের অগ্রদূত' বলে জানতো। কন্যা সন্তান জন্ম নিলে মাটিতে প্রোথিত করে রাখতো। এমন জঘন্য অপরাধে তারা লিপ্ত ছিলো। আইয়্যামে জাহিলিয়াত, অজ্ঞানতার যুগে স্ত্রী জাতির প্রতি চরম উপেক্ষা, অবহেলা, কন্যা সন্তান জন্মের পর হত্যা করা ছিল তখনকার নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। আজকের নারী সমাজ পৃথিবীর সভ্য জগতের সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার দিকপাল। দিগন্ত উজ্জ্বল সুষমা। শিক্ষানুরাগ, ধর্মীয় চেতনা, ভ্রাতৃত্ববোধ গঠন, সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টিতে একটি উজ্জ্বল-ভবিষ্যত রচনায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, জ্ঞান বিতরণে, কৃচ্ছ্রতা ও সংযম সাধনায় নারী সমাজ পুরুষের পাশাপাশি সব আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জড়িত। নারী সংযমী বা আবেগপ্রবণ হলেও তীক্ষ্ণ মেধাবী। তবে, অশ্লীলতামুক্ত নারী সমাজ কখনও কর্মবিমুখ নয়। পরিশ্রম, সেবাযত্ন, মানব হৃদয়ের

www.pathagar.com

অন্তঃস্থলে, সাংসারিক, পারিবারিক সুখের দিগন্ত উন্মোচনে-জ্ঞানেগুণে নারী আজ নতুন আবহ সৃষ্টি করেছে। আজকে নারীসমাজ অধিকার আদায়, সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ ও সচেষ্ট। সামাজিক বাধা-বিপত্তি, অন্ধকার ভেদ করে বাইরের আলো ছায়ায় সুশিক্ষিত হয়ে, পুরুষের পাশাপাশি জাগতিক, সাংসারিক, রাজনৈতিক, দেশপ্রেম চেতনার জ্ঞানে গুণান্বিত। চাকুরিজীবী বা পেশাগত কাজে সমাজ ও দেশ, জাতির সেবায় নিয়োজিত। নারী পেয়েছে আজ সুশিক্ষার আলোকবর্তিকা, পেয়েছে পৃথিবীর সুখ-শান্তি।

উল্লেখ্য যে, বৈদিক যুগে 'সহমরণ প্রথা' ছিল ব্যাপক ব্যাপার। মাঝে-মধ্যে সতীদাহ হতো। বিধবারা কোন বিয়ে করতে পারতো না। পুত্র থাকলে তারা স্বামীর সম্পত্তি পেতো না। তখন 'ইহুদী' সমাজে ভাল মেয়ের সন্ধান পাওয়া অতীব কঠিন কাজ ছিল। সে সময় ইহুদীরা যত ইচ্ছা বিয়ে করতে ও রক্ষিতা রাখতে পারতো। প্রাচীনকালে, ইহুদীবাদের সময় হিব্রু পিতা পুত্রকন্যাকে সাময়িকভাবে দাসদাসী হিসেবে বিক্রয় করতে পারতো। বিক্রীতা মেয়ে হতো সাধারণত উপপত্নী। একমাত্র পবিত্র কুরআনের শিক্ষাই ইসলামী জীবনযাপন, দর্শনে-নারীর অধিকার ও সম্ভ্রমকে করেছে সুন্দর, মহিমময়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেনঃ "তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সংগিনীদেরকে, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা রুম, ৩০:২১)

দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীরূপে, মুসলমান নারীকে গ্রহণ করার সময় ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে 'মহরানা' (দেন-মোহর) দেয়া অবশ্য কর্তব্য। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, মধুর ব্যবহার সুখময় ও প্রশান্তির নীড় রচনা করে। কর্মজীবন, পার্থিব-গার্হস্থ্য জীবনকে করে সমৃদ্ধিশালী। অনেক প্রশংসায় নারীর জীবন হয় ধন্য। আর্থিক সুখ এ জীবনে আসল সুখ নয়। অনেক বিত্ত দিয়েও সুখী দাম্পত্য জীবন গড়া সবার পক্ষে এ পৃথিবীতে সম্ভব কিনা, শুধু মহান দয়াময় রাব্বুল আলামীনই জানেন। মানুষের ভাল আখ্লাক একটি সুখী জীবন গড়ার পথে সুন্দর নিদর্শন। পুরুষের আনন্দের সাথী নারী। মহান আল্লাহ্, সাংসারিক সুখ শান্তির জন্য নারীকে অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। দৈনন্দিন জীবনে, ধর্মীয় অনুপ্রেরণা চিন্তা-চেতনা, নারীকে করে পুণ্যবান, পুণ্যময় হয় শিক্ষার পরিবেশ ও বাসস্থান।

জাগতিক দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও নারী সহধর্মিণী হিসেবে সংসারকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা, পরিশ্রম ও সেবাদানে দাম্পত্য জীবন সংসারের শান্তি-শৃঙ্খলাকে করে উজ্জ্বল বিকশিত। গড়ে তুলে পারিবারিক জীবনে সুশিক্ষা বিস্তারের শুভ পরিমণ্ডল।

www.pathagar.com

নারী ভালবাসার আশ্রয়স্থল। মহান আল্লাহ্ সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা, তিনি সবাইকে সমানভাবে ভালবাসেন। হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করার আগে পৃথিবী ও বিশ্বভুবন সৃষ্টি করেন। তিনি প্রদান করেছেন আমাদের বসবাসযোগ্য অমিয়সুন্দর, মনোমুগ্ধকর দুনিয়ার পরিবেশ। আদি-পিতা মাতা হলেন হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়া।

এ পৃথিবীতে মানুষ সবাই সহোদর। আমাদের এখন ভাবনা এই যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে তাল মিলিয়ে আজকের নারী সমাজ দেশীয় সংস্কৃতির উজ্জীবনকে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ ও লালন করতে পারবে না বলে অনুমিত হয়। দেশীয় সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে উদার মানসিকতায় এদেশের প্রকৃতি-চেতনা, মাটির গন্ধসুধা, সবুজ নয়নাভিরাম, শস্য ফসল, নদীনালা, খাল-বিল হাওর ও নারীর সৌন্দর্য-প্রেমকে সাহিত্য-সংস্কৃতির উপজীব্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতেই হবে। মুক্ত-সাহিত্য, সাংস্কৃতিক চর্চা, নারী সান্নিধ্য সহমর্মিতা ব্যতীত বিস্তৃতি লাভ করতে পারে না। যুক্তি ও আবেগ, ব্যথা-বেদনা, দয়া-সহানুভূতি নারী মননের সাথে সম্পৃক্ত হলেই সাহিত্য হয় উপাদানে, বিশেষ উপকরণে সুষমামণ্ডিত ও প্রাণময়, বেগবান ও গতিশীল। দৃঢ় প্রত্যয় ও ত্যাগের মহিমায় অবশ্যই নারী পুরুষের সাথে কাজে কর্মে, দেশসেবা, পরিবার ও সুখী সমাজ গঠনে জাতিকে বলিষ্ঠ করে তুলবে। বিদায় হজ্জের ভাষণে নবী করীম (সা) বলেছেন, "তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে এবং তোমাদের উপরও তোমাদের স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে।" তাদের উপর তোমাদের অধিকার হলো তোমাদের বিছানায় তারা অন্য কাউকে শুতে দেবে না, যা তোমরা অপছন্দ কর। তাদের আরও কর্তব্য হলো যে, তারা জঘন্য নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হবে না। স্ত্রীদের সম্পর্কে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) অসিয়ত করেছেন যে, 'তাদের সাথে তোমরা উত্তম আচরণ কর।' সমাজে নৈতিক ও মানবিক অবক্ষয় রোধে মহানবীর (সা) জীবনাদর্শই আমাদের আদর্শ শিক্ষা। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছেঃ "নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে।" (সূরা বাকারা, ২:২২৮)

আল্লাহ্ বলেন, 'তোমরা দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না।' নারীদের, কন্যাদের প্রতি ভাল আচরণ করা মুমিনের কর্তব্য। মাতা-পিতা, দাদী-নানী, চাচা-চাচী, খালা-খালু, শ্বাশুড়ী স্ত্রী-পরিজনের সাথে ভাল ব্যবহার করা ইসলামী অনুশাসনের ফল। তাই ভাল আকিদা, আখলাক গঠনের মাধ্যমে পারিবারিক ঐতিহ্য, নিজ নিজ বংশমর্যাদাকে সমুন্নত রাখার জন্যে সবারই প্রচেষ্টা থাকা উচিত। শিল্প, সাহিত্য, সর্ববিধ সংস্কৃতির গবেষণা চৈতন্য উপাদানে রূপক হিসেবে নারীই মানবমনে চিত্রকল্প ভাবাবেগ নির্মাণ করে। সার্থক হয় কাব্য-কাহিনী, হৃদয়াবেগ। আমাদের ধারণা যে, নারীর

www.pathagar.com

অনুভূতি প্রেরণা, নীরব ভালবাসার আবেদনের সাথে আত্মিক চেতনার স্পর্শ বিদ্যমান। অতএব, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন যাপনে ইসলামের শিক্ষায় উদ্ভাসিত হয়ে নারীসহ সকলকে পূর্ণ ভক্তি-শ্রদ্ধা, স্নেহ-মমতা, ভালবাসার অমোঘ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরিবারে বসবাস করতে হবে। সামাজিক জীবন ও জীবিকাকে সুন্দর সহজ, হালাল, বরকতময় করতে নারীর মর্যাদাকে আরও সমুন্নত করতে হবে। কোন বর্বরতায় লিপ্ত হয়ে নারীকে নির্যাতন করা মানে পাপ বা গোনাহ্‌র পাল্লা ভারী করা। নারীর প্রতি অন্যায় আচরণ, নারী নির্যাতন হচ্ছে জঘন্যতম অপরাধ। তা পরিহার করে দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের দীক্ষাকে অনুসরণ করা আবশ্যক। নারী পুরুষ উভয়ের হিদায়াতের জন্য ইসলামী বই-পুস্তকের জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য। ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের বিকাশে, প্রচার-প্রসারে নারী সহধর্মিণী ও সহায়ক শক্তি। নামায, রোযা, পবিত্রতা বজায় রাখা, শরীয়ত মোতাবেক চলাফেরার জন্য নারীদের কুরআন-হাদীসের শিক্ষায় আলোকিত জীবন গঠনে তাগিদ দেয়া ও উৎসাহিত করা পুরুষের দায়িত্ব।

এ প্রচেষ্টা জোরদার না হলে নারী সমাজের অগ্রগতিকে ভবিষ্যতে সমুজ্জ্বল রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। নারীর পর্দা-সম্ভ্রম-বজায় ও সুসংহত রাখা প্রয়োজন। পর্দা মুসলিম নারীগণের সৌন্দর্য বটে। 'মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশ্‌ত' ঘোষণার মাধ্যমে নারীকে মর্যাদাবান করেছে ইসলাম। একই সঙ্গে পর্দা সম্পর্কে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছেঃ "তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়।"(সূরা আহ্‌যাব ৩৩:৫৯) বাহ্যিক রূপ আসল রূপ নয়। যার ঈমানদার স্ত্রী আছে, তিনি নিশ্চিতই সংসারে সুখী।

মহানবী (সা) বলেন, "যার অধীনে দু'জন স্ত্রী আছে এবং সে তাদের প্রতি ইনসাফ কায়েম করে না, কিয়ামতের দিনে সে এমন অবস্থায় উঠবে যে, তার একদিকের গোশ্‌ত থাকবে না।" (মিশ্‌কাত)

নারীকে স্ত্রী হিসেবে বিয়ে করার উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক জীবনে সত্য সুন্দর ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা ও মানুষ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রভাবমুক্ত থাকা, চরিত্রবান, সংযমী, জ্ঞানী-আলেম, বিনয়ী হওয়া ও সুনাগরিকের মর্যাদায় নিজেকে গড়ে তোলা।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ "এবং নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। তোমাদের জন্য ইহা আল্লাহ্‌র বিধান। উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত অন্য নারীকে অর্থব্যয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়।"

www.pathagar.com

পর্দা প্রথা

পর্দা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ "আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে, প্রাচীন যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িও না।" (সূরা আহযাব, ৩৩:৩৩)

"যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয়।" (সূরা আহ্‌যাব, ৩৩:৩২)

নারীর মান-ইজ্জতের ও সৌন্দর্যের রক্ষাকবচ হচ্ছে পর্দা। পর্দার মধ্যে থাকাই নারীদের জন্য কল্যাণকর ও শোভনীয়। সমাজে নারীদের শিষ্টাচার বলতে অশ্লীলতামুক্ত চাল চলন সুন্দর চরিত্রের মাধুর্যকেই বুঝায়।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেনঃ "মহিলারা তাদের পায়ের ইযার তথা চাদর এক বিঘত নীচে ঝুলিয়ে পরবে।" পরে উম্মে সালামা (রা) বললেন, 'তাহলে তো তাদের পা অনাবৃত হয়ে পড়বে।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বললেন, তাহলে একহাত ঝুলিয়ে পরবে।"

পুরুষের পাশাপাশি নারীদের চলাফেরা জীবন যাত্রা প্রতিপালন ইসলামের সুমহান আদর্শেই গড়ে ওঠা উচিত। তাদের গৃহে অবস্থান, পর্দা সম্পর্কে কঠোর রীতিনীতি অনুশীলন অপরিহার্য।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ "মু'মিন নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে; তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে।" (সূরা নূর, ২৪:৩১)

এদেশের সমাজ ব্যবস্থায় ভাল-মন্দের দিক যাচাই করার মতো লোক সমাজে অনেক রয়েছে। তাই স্বামী-গৃহে স্ত্রীগণের সুন্দর পরিবেশ গঠন করে তোলা বিশেষ কর্তব্য। জীবনের সর্বস্তরে চিরন্তন সুখ, ভালবাসা সান্নিধ্য উন্নতির সোপান হল প্রত্যেকের পারিবারিক জীবন।

শরীয়ত মোতাবেক স্ত্রীদের পর্দা করা অবশ্যই উচিত। জানা যায়, হিজরী পঞ্চম সনেই মুসলিমগণের জন্য পর্দা প্রথার কঠোর, সুনির্দিষ্ট নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। নারীদের পর্দা ব্যবহার সম্পর্কে ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল। শরীয়ত সমর্থিত প্রয়োজন ব্যতীত স্ত্রীদের ঘরের বাইরে যাবার বিধান নেই।

নবী করীম (সা)-এর সম্মানিতা পত্নীদের জন্য এই পর্দা ব্যবস্থা ছিল কঠোরতর। সূরা 'আহ্‌যাবে' ইরশাদ হয়েছেঃ "হে নবী-পত্নিগণ! যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল, তোমাদের মধ্যে কেউ তা করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে এবং ইহা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।"(৩৩:৩০)

www.pathagar.com

সাংসারিক জীবন যাপনে কলহহীন, সুখনীড় গড়ে তোলার জন্য পোশাক-পরিচ্ছদেও শালীনতা বজায় রেখে চলা ইসলামী জীবনের মহান আদর্শ বটে। ব্যবহারিক জীবনে কদর্য, রুচিহীন পোশাক পরিধানের কারণে ঘৃণ্য ব্যভিচার, খারাপ প্রভাব চরিত্রের উপরও প্রভাবিত হতে পারে। সেসব বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনসহ নিন্দনীয়, অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগ করা মুসলিম নর-নারীর অবশ্য কর্তব্য।

আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে পূর্ণ মর্যাদার সাথে স্ত্রীগণকে পরিবারে, সমাজে, কর্মক্ষেত্রে, ঘরে বাইরে রাখার ব্যবস্থা করাও বিশেষ কর্তব্য বটে।

স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার, সদাচরণ করাও ইসলামের নির্দেশ। পবিত্র কুরআনের নির্দেশের আলোকে বিশ্লেষণে বলা যায় যে, তোমরা যদি সত্যিকার পাপ কাজ হতে দূরে থাকতে চাও তাহলে পরপুরুষের সাথে কথাবার্তাতে নম্র-স্বভাব আলাপপ্রিয়তা দেখাবে না। স্বামী ব্যতীত অন্য কাউকে আকৃষ্ট করার প্ররোচনায় নিজকে কলুষিত করা সামাজিকভাবে জঘন্য অপরাধ। কেবল জৌলুসই মানবিক গুণকে উন্নত করে না, পবিত্র মন ও আত্মশুদ্ধিই মানুষকে উচ্চ শিখরে নিয়ে যায়। কোন কুমন্ত্রণা, প্রলোভন নারী সমাজকে বিনাশ করুক বা পারিবারিক জীবন বিনষ্ট হোক- সুস্থ সমাজ, মানুষ তা প্রত্যাশা করে না।

আল কুরআনে সূরা আহ্‌যাবে ইরশাদ হয়েছেঃ "হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু'মিনদের নারীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।" (৩৩:৫৯)

পর্দা প্রথা নারী সৌন্দর্যের চরিত্রের ভূষণ। পর্দা করার জন্য সহিষ্ণুতার পাশাপাশি মনের দৃঢ় ইচ্ছা থাকা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিবি হযরত আয়েশা (রা) স্বয়ং উষ্ট্রের যুদ্ধে (জঙ্গে জামাল) নিজস্ব সেনাদল পরিচালনা করেছিলেন। সেখানেও পর্দার কড়াকড়ি মেনে যুদ্ধ ময়দানে তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। নারীদের সতীত্ব ও সদগুণাবলী অক্ষুন্ন রাখার জন্য পর্দা করা জরুরী, তা মানবীয় সুন্দর বৈশিষ্ট্য। নবী-পত্নিগণ সকলে সারাজীবন কঠোরভাবে পর্দা করেছেন। তাঁদের সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, মেয়েরা বালিগ হলে বিয়ের আগেই তাদের পর্দা করার শিক্ষা দিতে হবে। পিতামাতার দায়িত্ব এদিকে অনেক।

'পর্দা' বিষয়টি সুশৃঙ্খল জীবনের রূপ। যেমন, তা' খান্দান, বংশ, আভিজাত্যের গৌরব উজ্জ্বল করে, তেমনি পরিবারের ধর্মীয় মূল্যবোধকেও বিকশিত করে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবের মত সদ্য আধুনিকতার ছাপে নিমজ্জিত হলে নারীদের মাঝে কুসংস্কার

www.pathagar.com

গড়ে ওঠা বিচিত্র কিছু নয়। তবে, মুসলিম সমাজে পর্দার বাধ্যবাধকতা মানা ও জানা আবশ্যক। পবিত্র কুরআনে সূরা 'নূর'-এ মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "তারা যেন তাদর স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপনাঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। "হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (২৪:৩১)

অতএব, পারিবারিক জীবনাচরণে পর্দার অনুশীলন করার মধ্যে নারীদের অনেক উপকার রয়েছে। নারীর সৌন্দর্যময়তা, যৌন আকর্ষণ রক্ষার জন্যে পর্দা অপরিহার্য। লজ্জা নারীর ভূষণ, লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেনঃ "যে দিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের জিহবা, তাদের হস্ত ও তাদের চরণ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে।" (সূরা নূর, ২৪:২৪)

মুসলিম জাতির সুবর্ণ যুগেও নারীগণ পর্দার সাথে জীবন যাপন করেছে। মধ্যযুগে বা কিছু পরেও ইউরোপে নারীগণের মধ্যে পর্দা ছিল। অতএব, সকল নারীকেই পর্দা করে চলা উচিত।

www.pathagar.com

ইয়াতীমের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইয়াতীম হচ্ছে পিতৃহীন সন্তান। ছোট ছোট সন্তানেরা বয়োঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সমাজে বসবাস করে ও পিতার সম্পদে অধিকার পায়। ইয়াতীমের প্রতি সস্নেহে মাথায় হাত বুলানো সওয়াবের কাজ। পিতার অবর্তমানে যারা ইয়াতীমের অভিভাবক হবে, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে ইয়াতীমের সাথে সদয় ব্যবহার করা। কোন প্রকারেই তাদেরকে নির্যাতন করা যাবে না। পিতা যেমন সন্তানকে স্নেহের পরশ দিয়ে অতি আদরে লালন-পালন করেন, সেভাবে তাদের সাথে সবারই মধুর ব্যবহার করা উচিত। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "তোমরা তাদের (ইয়াতীমের) সাথে সদালাপ কর।' (সূরা নিসা, ৪:৮)

সূরা 'দুহা'য় আল্লাহ বলেন: "তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পান নি আর তোমাকে আশ্রয়দান করেন নি?" "তিনি তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করলেন, সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হয়ো না;" 'এবং প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করো না।' (সূরা দুহা, ৯৩:৬, ৮-১০)

আল্লাহ্র কাছে ঐ গৃহ সর্বাপেক্ষা প্রিয়, যে গৃহে ইয়াতীম রয়েছে। অতএব ইয়াতীমের সাথে দুর্ব্যবহার করো না। ইয়াতীম, আপনজন, আত্মীয়-অনাত্মীয় সবার দুর্দশা লাঘবে সহায়তা করা সমাজের সকলের কর্তব্য। ইয়াতীমের ধন-সম্পদ আমানতস্বরূপ। ইয়াতীম, মিস্কীনদের সাহায্য-সহায়তা দান হচ্ছে মু'মিন মানুষের কাজ। সূরা 'দাহ্র'-এ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে।" (সূরা, ৭৬:৮ আয়াত)

আল্লাহ্ বলেন, "ইয়াতীমদের যাচাই করবে, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয়; এবং তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দেবে। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অপচয় করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না।" (সূরা নিসা, ৪:৬)

সুতরাং, তাদের সাথে সৎ ব্যবহার না করলে এবং তাদের ধন-সম্পদ হিফাজত না করে অন্যায়ভাবে গ্রাস করলে, জাহান্নামের আগুনে প্রজ্বলিত হতে হবে। তাদের প্রাপ্য হক থেকে কেউ তাদের বঞ্চিত করলে সে মহাপাপে ডুববে।

ইয়াতীমের প্রতি সদয় ব্যক্তিগণকে ও সৎকর্মশীলদের আল্লাহ্ ভালবাসেন। ইসলামই সর্বপ্রথম ইয়াতীম, মিসকীন ও দুঃস্থ মানুষের সাহায্যের প্রতি জোর তাগিদ দিয়েছে। মহানবী (সা) বলেছেনঃ মুসলমানদের মধ্যে সর্বোত্তম ঘর সেটি, যে ঘরে ইয়াতীম রয়েছে এবং তার সাথে ভাল ব্যবহার করা হয়। আর মন্দ ঘর সেটি, যে ঘরে ইয়াতীম আছে, কিন্তু তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়। অপ্রাপ্ত বয়সে যেসব শিশু পিতৃহীন হয়ে পড়ে,

www.pathagar.com

তারাই ইয়াতীম। ইয়াতীমদের সাথে দয়ালু পিতার ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। ইয়াতীমের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করা সম্পূর্ণ অবৈধ। ইয়াতীমের প্রতি দয়া প্রদর্শন ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা, তাদের ধন-সম্পদ হিফাজত করা সমাজের সকলের দায়িত্ব-কর্তব্য। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ না, কখনও নহে বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান করো না, এবং তোমরা অভাবগ্রস্তদেরকে আহার, খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত করো না। (সূরা ফাজর, ৮৯: ১৭-১৮)

যারা ইয়াতীমের প্রতি সদয় হয়, যারা ন্যায়পথে চলে তারা মু'মিন। ইয়াতীমের সম্পদের প্রতি যাদের লোভ-লালসা রয়েছে তারাই নিকৃষ্ট। মহানবী (সা) বলেন, তোমার আপন আচরণের ফলেই তুমি পাবে পুরস্কার বা দণ্ড। যেন এটাই তোমার জন্যে নির্ধারিত হয়ে রয়েছে।

রাসূলে করীম (সা) আরও বলেন, "আমি এবং ইয়াতীমের অভিভাবক (সে ইয়াতীম, আত্মীয়ের সন্তান হোক বা অনাত্মীয়ের) পরলোকে একত্রে থাকব, যেমন আমার হাতের দু'টি আঙ্গুল পরস্পরকে প্রায় ছুঁয়ে আছে।" মহান আল্লাহ্ অবগত আছেন কে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী আর কে শান্তিকামী। ইয়াতীমের প্রতি সদয় ও দয়াবান হওয়ার জন্যে পাক কুরআনে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা দিয়েছেন। ইয়াতীমের হক থেকে কেউ যেন তাকে বঞ্চিত না করে, অত্যাচার না করে। সূরা 'মাউন'-এ আল্লাহ্ বলেনঃ 'তুমি কি দেখেছ তাকে, যে দীনকে অস্বীকার করে? সে তো সে-ই, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়। এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না।" (সূরা মাউন, ১০৭:১-৩)

মহানবী (সা) বলেন, আল্লাহ্র সৃষ্ট জীবের প্রতি যে দয়ালু, আল্লাহ্ তার প্রতি দয়ালু। তাই ভাল কি মন্দ, সকল মানুষের প্রতি সদয় হবে, বিশেষ করে ইয়াতীমদের প্রতি এমনকি মন্দ লোকের প্রতিও সদয় হতে হবে। মন্দ লোকের প্রতি সদয় হওয়ার অর্থ তাকে মন্দ হতে বিরত রাখা। তাতে বেহেশ্তের বাসিন্দারা তোমার প্রতি সদয় হন। সর্বোত্তম আমল হচ্ছে আল্লাহ্র খুশির জন্য কাউকে ভালবাসা। তাই ইয়াতীমের প্রতি সদয় ও যত্নবান থাকা সবারই কর্তব্য।

www.pathagar.com

নাজাতের মাস রমযান

মাহে রমযান অতীব রহমত, বরকত ও নাজাতের মাস। এ মাসে মানব জাতির সৎপথ দিশারী আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ মাসে একটি নফল কাজ করে, সে একটি ফরয কাজের সওয়াব পাবে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছেঃ "হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তিগণকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।" (সূরা বাকারা, ২:১৮৩)

মানবতার সেবা তথা যাকাত, সাদাকা, আর্থিক দান খয়রাত করা সব সময়েই পুণ্যের কাজ। কিন্তু পবিত্র রমযান মাসে সেটি অতীব পছন্দের কাজ বলে বিবেচিত হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, 'রমযান মাস ধৈর্য ও সহনশীলতার মাস, আর ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতিদান হলো বেহেশত।'

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ ইরশাদ করেনঃ "রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে এবং কেউ পীড়িত থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করতে হবে।" (সূরা বাকারা, ২:৮৫)

মহান আল্লাহ্ মাহে রমযানের রোযা আমাদের জন্য ফরয করেছেন। এ রমযান মাসে পুণ্য অর্জনে শান্তিময় সংযম সাধনায় থেকে দরিদ্র এবং ইয়াতীম অভাবী, বিধবাদের সাহায্য করা সাদাকায়ে জারিয়া। তাই, সেবাযত্ন করার মাধ্যমে মহান রাব্বুল আলামীন মানুষকে সকল অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেন। রোযার সুন্নত হচ্ছে হাত, পা, নাক, কান, জিহ্বা, মুখ এবং অন্তরে রোযা পালন করা। রমযান মাসে নেক কাজে রত থাকা, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, যিক্‌র, দান-খয়রাতে ব্যস্ত থাকা। রমযানে তারাবীহ্ নামায আদায় করাও জরুরী।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহ্‌তেসাবের সাথে রমযানের রোযা পালন করবে তার পূর্বকৃত পাপগুলি মাফ হবে। (বুখারী)

রমযান মাস পরম সৌভাগ্য ও ফজিলতের মাস। মাগফিরাত ও দোযখের অগ্নি হতে মুক্তি অর্জনের মাস। এ মাস নাজাত-এর মাস। মহিমামণ্ডিত লাইলাতুল ক্বদর, যে রাত্রি সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেয়, এই রমযান মাসেই পাওয়া যায়।

আল্লাহ্ বলেন, "রোযা আমারই জন্য আর আমি এর প্রতিদান দেবো।"

www.pathagar.com

হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে, মহিমময় আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেনঃ 'যার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমার নির্ধারিত হারাম হতে সংযত না থাকে আমার কাছে তার পানাহার ত্যাগ বা রোযা রাখার কোন প্রয়োজন নেই।' আল্লাহ্ তা'আলা রোযা আমাদের উপর ফরয করেছেন। রোযাদারের দৈনন্দিন জীবন হতে সমস্ত কলুষ-কালিমা দূর করাই সিয়ামের মূল উদ্দেশ্য। ইয়াহয়া ইবন আয়্যুব, কুতায়বা ও ইবন হুজুর (রা), আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, রমযান মাস এলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শিকল লাগিয়ে বন্দী করা হয়। (মুসলিম শরীফ) (অনু ১, ২৩৬২)

রোযাদারের জন্য প্রতিদিন জান্নাতকে সুসজ্জিত করা হয়। রোযাদারের মুখ থেকে যে খুশবু বের হয় তা আল্লাহ্ পাকের কাছে কস্তুরী থেকেও অধিকতর পছন্দনীয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আদম সন্তানের যাবতীয় আমল তার নিজের জন্য। কিন্তু সিয়াম আমার জন্য। সিয়াম হ'ল ঢাল। সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির মুখের গন্ধ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট মিশকের সুগন্ধের চেয়েও অধিক উত্তম।

সওমের সময় কামাচার ও পানাহার বর্জন করার জন্যে আল্লাহ্ নিজেই তার প্রতিদান দিবেন, পুরস্কৃত করবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন 'আমার নেক বান্দারা দুনিয়ার দুঃখকষ্ট পশ্চাতে রেখে অতি শীঘ্রই আমার নিকট চলে আসবে। পাশবিক শক্তিকে আয়ত্তাধীন করা হচ্ছে সিয়ামের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। রমযানে শয়তানকে বন্দী করা হয় বলে সে সমস্ত অন্যায়ের দিকে ধাবিত হয় না।

সোবেহ সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সংযম সাধনায় নিয়োজিত থাকার ফলশ্রুতি হলো মহান আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি। এ মাস সবর, ধৈর্য ও কৃচ্ছ্রতা সাধনের মাস, আত্মশুদ্ধি অর্জনের মাস, আর ধৈর্যের প্রতিদান হলো বেহেশত।

আবূ বকর ইবন আবূ শায়রা (র)... সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "জান্নাতের মধ্যে 'রায়য়ান' নামক একটি তোরণ আছে। কিয়ামতের দিন এটি দিয়ে সিয়াম পালনকারী লোকেরা (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া আর কেউ তাদের সঙ্গে এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। তাদেরকে বলা হবে সিয়াম পালনকারী লোকেরা কোথায়? অতঃপর তারা সে তোরণ দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। তাদের শেষ লোকটি প্রবেশ করার পরই দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হবে। এরপর আর কেউ প্রবেশ করবে না।"

আর এই রহমতময় মাসে যে ব্যক্তি একটি ফরয কাজ আদায়ের পথ প্রশস্ত করবে সে

www.pathagar.com

সত্তরটি ফরয আদায়ের সওয়াব পাবে। স্বভাবতই মহানবী (সা) রমযান মাসে অত্যধিক ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। তিনি ব্যস্ত থাকতেন ক্লান্তিহীন দান খয়রাতে। নিঃসন্দেহে মুসলমানদের পারস্পরিক সৌহার্দ, সহানুভূতি, ভ্রাতৃপ্রতিম মধুর সম্পর্ক মজবুত করার মাস রমযান। এ মাসে ক্ষুধার্ত, দুঃখিত, দরিদ্র-অসহায় মানুষের, দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্তদের বেদনার সাথে সম্পৃক্ত হবে ভাগ্যবান বিত্তশালীরা।

সওম বা সিয়াম শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বিরত থাকা। রোযার প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে 'তাকওয়া'। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখবে তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।"

হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি বিনা কারণে রমযানের রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে ভঙ্গ করে, অন্য সময়ের, সারাজীবনের রোযা তার সমান হবে না।

সূরা 'নিসায়' আল্লাহ্ বলেন, "আর যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদেরকে দাখিল করব জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য।" (৪:১২২) "এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণও যুলুম করা হবে না।" (৪:১২৪)

যারা বিত্তবান, যারা অপেক্ষাকৃত অধিক সচ্ছল তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অসচ্ছলদের আর্থিক প্রচুর সাহায্য করার জন্য। অন্যায় ও অসৎপথে উপার্জিত অর্থের দানে কোন সওয়াব নেই। সিয়াম সাধনার মাস হচ্ছে সংযম, সহিষ্ণুতার মাস। রমযানের দিনে সওম রত অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা কঠোর হারাম। কেউ যদি এ ধরনের কাজ করে তবে তার উপর বড় ধরনের 'কাফ্ফারা' ওয়াজিব। চাই সে বিত্তশালী হোক বা বিত্তহীন। তবে, বিত্তহীন ব্যক্তির পক্ষে যখন সম্ভব হয় তখন এ কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।' (মুসলিম) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রমযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে, আশুরার দিনে সিয়াম পালন করার নির্দেশ দিতেন। যখন রমযানের সিয়াম ফরয করা হল তখন যার ইচ্ছা সে আশুরার দিনে সওম পালন করত আর যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দিত।' রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, রমযান মাসে বনী আদমের সকল আমল দশ গুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তিনি বলেছেন, "তোমরা সেহরী খাও, সেহরীতে বরকত আছে।"

আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, (রমযানের) শেষ সাত দিনে লায়লাতুল কদর অন্বেষণ কর। (২৬২৯)- মুসলিম শরীফ

ইবন নুমায়র (রা) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা- এ দু'দিন সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন।

www.pathagar.com

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'যদি কোন ব্যক্তি (জিহাদ অভিযানে) সওম পালন করে তবে এ এক দিনের সিয়াম পালনের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে রাখবেন।" (২৫৭৮) মুসলিম

মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন, রমযানের প্রত্যেক দিন ও রাতে দোযখের বন্দীদের মুক্তিদান করা হয়, আর প্রত্যেক মুসলমানের একটি দোয়া অবশ্যই আল্লাহ্ পাকের দরবারে কবুল হয়। হযরত ওমর (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ ফরমিয়েছেন, রোযাদার ব্যক্তিগণের ক্ষমা সুনিশ্চিত। আর কোন রোযাদার প্রার্থনাকারীই আল্লাহ্র দরবার হতে ব্যর্থ হয়ে ফিরবে না।

সাহাবী ইবন মাসউদ (রা) বলেন, রমযান মাসের প্রতি রজনীতে একজন ফেরেশ্তা (আওয়াজ করে) ঘোষণা করতে থাকে, 'হে পুণ্যের অন্বেষণকারী, সামনে এগিয়ে যাও। হে প্রার্থনাকারী, তোমার প্রার্থনা কবুল করা হবে। হে ক্ষমা ভিক্ষাকারী, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হবে। হে অনুতাপকারী, তোমার অনুতাপ গ্রহণ করা হবে।" আরও উল্লেখ্য যে, হযরত হাসান (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, মহিম্ময় আল্লাহ্ রমযানের প্রতিটি রাতে দশ লক্ষ লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তিদান করেন এবং সর্বশেষ রাতে বিগত সকল রাতের সমপরিমাণ লোককে মুক্তি দান করেন। পবিত্র শবে-কদরের রাত্রির ফযিলত অফুরন্ত। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে কদরের রাত সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে সেই (রাত) স্মরণ রাখবে যখন চাঁদ উদিত হবে থালার একটি টুকরার ন্যায়। (মুসলিম)

রমযানের সিয়াম সাধনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "রোযা সবরের অর্ধেক, আর সবর ঈমানের অর্ধেক।" রোযাদারের দু'টি আনন্দ রয়েছে, একটি ইফতারের সময়, অন্যটি হল আখেরাতে মহান আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের সময়।

ইফাবা- ২০০৬-২০০৭ প্র/৯৫৫৫(উ) - ৩২৫০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ